পর্ণপুট

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীকালিদাস রায়।

১৩২৮।

রাসপূর্ণিমা

মূল্য—বাঁধাই ১৷০

P—49, Russa Road North
BHAWANIPORE.

গুপ্ত এণ্ড কোম্পানী হইতে
শ্রীচন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।



উৎসর্গ

পরম ভক্তিভাজন সাহিত্যরথী

শ্রীযুক্ত

দীনেশচন্দ্র সেন

মহোদয়

শ্রীচরণেষু—

P—4

“কাঞ্চন থালি নাহি আমাদের

অন্ন নাহিক জুটে,

যা কিছু পেয়েছি এনেছি সাজায়ে

নবীন

পর্ণপুটে।”

রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

পর্ণপুটের ১ম সংস্করণে প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা, ২য় ও ৩য় সংস্করণে পরিবর্জ্জিত হইয়াছিল,—সেই কবিতাগুলির সহিত আরো কতকগুলি নূতন কবিতা যোগ দিয়া একত্রে পর্ণপুট ২য় খণ্ড নামে প্রকাশিত হইল। নূতন কবিতাগুলির প্রত্যেকটিই কোন না কোন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলিকে আমূল পরিমার্জ্জিত ও পরিসংস্কৃত করিতে হইয়াছে। এই কার্য্যে আমার ছাত্র সুকবি শ্রীমান্ কৃষ্ণদয়াল বসু বি, এ, আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন—তাহার জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। ভাবিয়াছিলাম কবিতাগুলিকে ত্রুটীশূন্য করিয়া প্রকাশ করিব—কিন্তু ত্রুটীর আর অন্ত নাই—চিরজীবন পরিশ্রম করিলেও ত্রুটীর শেষ হইবে না। অনেকস্থলে পরিমার্জ্জনে বিপরীত হইয়া উঠিতেছে—ত্রুটী বাড়িয়া যাইতেছে। সেজন্য আয়াস স্বীকার বৃথা ভাবিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম—পাঠক ও সমালোচকগণের সাহায্যে কতকটা পরিমার্জ্জিত হইতে পারে। কবিতাগুলিকে যে মার্জ্জনা দিতে পারিলাম না সহৃদয় পাঠকগণের নিকট আমি সে মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। ইতি—

নিবেদক গ্রন্থকার।

পর্ণপুট

(দ্বিতীয় খণ্ড)

বিত্ত ও চিত্ত

বিত্ত হতে চিত্ত বড় এই ভারতের মন্ত্রবাণী।
নিত্য ধ্রুব সত্য যথা, বিত্ত তথা যুক্তপাণি॥
যক্ষপতি মাণিক মতি
ঢাল্লে পায়ে, বিমুখ সতী,
বক্ষে তুলেন নন্দী যদি যোগায় জবা মাল্য আনি।
বিত্ত হতে চিত্ত বড় এই ভারতের পুণ্যবাণী॥

শ্মশানবাসী পাগলা ভোলার চরণতলে সে কোন্ ভূমা,
যাহার লাগি তপস্বিনী রাজাধিরাজকন্যা উমা?
অমৃত যায় হয়নাক নর
নারী হেথায় চায় না সে বর,
রাজদুলালী গতায়ু দীন যতির চাহে পা দু'খানি।
নিত্যধ্রুব সত্য যথা বিত্ত তথা যুক্তপাণি॥

বক্ষে রাখি গোপ রাখালে, গোপীমাতার স্তন্য পিয়া
রাজ তনয়ের, ব্রজের রজে তৃপ্ত হলো তপ্ত হিয়া।

হস্তীনাতে রাজার দলে
অর্ঘ্য মালা যাহার গলে
বিপ্রগণের চরণতলে ধন্য সে যে পাগু দানি।
বিত্ত হতে চিত্ত বড় এই ভারতের নিত্য বাণী॥

আচণ্ডালে হেরেছি এক যুবরাজের বক্ষ 'পরে।
কিরাতবীরের দক্ষিণাটি মহাভারত শীর্ষে বরে।
তপোবনের বহির্দ্দেশে
রাখিয়া রথ, দীনের বেশে
মুনির ধেনুর করে সেবা মহারাজ ও মহারাণী।
নিত্য ধ্রুব সত্য যথা বিত্ত তথা যুক্তপাণি॥

বামন পদে পাতালপতির ধূলিধূসর মৌলি জাগে।
বিদুর দ্বারে ক্ষুদের কণা রাজন্যেরা ভিক্ষা মাগে।
ছত্রচামর হেলায় ঠেলে
মগধ দেশের রাজার ছেলে
বেড়ায় ঘুরি শৈলবনে শাশ্বত ধন সত্য মানি।
বিত্ত হতে চিত্ত বড় এই ভারতের নিত্য বাণী॥

মাণিক রতন ঢেলার মতন, চিরন্তনের চরণতলে
কপিশ জটায় তপশ্ছটায় তুষ্টিতেজের তপন জ্বলে।
ত্যাগী যোগীর চরণ ধূলায়
সম্রাটেরা ললাট বুলায়,
গুরুর খড়ম পূজ্য পরম সিংহাসনের যোগ্য জানি।
নিত্য ধ্রুব সত্য যথা বিত্ত তথা যুক্তপাণি॥

ভারতবর্ষ।

ভীষ্মদেব

হে রাজেন্দ্র ! দাশরাজগৃহে নিজ যৌবরাজ্য পরিহারছলে
দুটি ভারতের তুমি শাসনপোষণভার নিলে করতলে।
সেই হতে রাত্রিদিন রাজধর্ম্ম ক্লান্তিহীন করিলে পালন,
ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্রপৌত্রে করি রাজছত্র ছায়ে রক্ষণলালন।
ধর নাই রাজ্যদণ্ড মাণিক্যমুকুটমাল্য বাহুচিহ্নচয়,
তবু রাজচক্রবর্ত্তী, অনপত্য পিতামহ রাজশ্রীনিলয় !

তারপর হে গাঙ্গেয় বণ্টন করিলে যবে ঐশ্বর্য্যবৈভব
দুই পার্শ্বে দুই দলে দাঁড়াইল পৌত্রগণ,—পাণ্ডব কৌরব।
নেহারিয়া দুই দিকে যোগ্যাযোগ্য গুণাগুণ করি বিচারণ
দুটী রাজ্য দুই দলে, মহাভাগ, করি ভাগ করিলে অর্পণ।
ঐহিক ভারত রাজ্য ঋদ্ধিবৃদ্ধি বাহুবল দিলে কুরুগণে,
বিসর্জ্জি দৈহিক প্রাণ যুঝিলে যাদের লাগি রথআরোহণে।
মহাভারতের রাজ্য পাণ্ডবে করিলে দান বিরাট বিশাল
রাজনীতি শান্তিপর্ব্বে, চিররাজ্য যুড়ি যার সর্ব্ব দেশ কাল।
সে রাজত্ব লুপ্ত আজি যে রাজত্ব দিয়েছিলে রথে ধনুঃশরে,
শাশ্বত রাজিছে বিশ্বে দিলে যাহা ব্রহ্মালোকে শরশয্যাপরে।

ভারতবর্ষ।

পুরু

রাজর্ষি আদর্শবীর ওগো ত্যাগি জানিয়াছ সার,
দেহের তারুণ্য শুধু ক্লিন্ন স্বিন্ন লালসার ভার,
কাম্য বস্তু উপভোগে কামনার নহে অবসান,
ঘৃতধারা লভি বহ্নি বৃদ্ধি পায় লভেনা নির্ব্বাণ।
যৌবনের ইন্দ্রলোক স্বপ্নরাজ্য লোভনীয়তম
নিমেষে ঠেলিলে পায়ে,—উড়ে গেল ফাগমুষ্টিসম,
পলকে পড়িল ঝরি কুন্দোপম দশন সুন্দর,
শুভ্র হলো কাশসম, অলিকৃষ্ণ চিকুর চাঁচর।
উজ্জ্বল গরুড় চক্ষুঃ হলো ম্লান, দৃষ্টি হলো ক্ষীণ,
নলিনললিত চর্ম্ম হলো লোল গতশ্রী মলিন।
নমিতে পিতার পায় কুব্জ হলো উন্নত কন্ধর,
সেই দৃশ্য বিশ্বমাঝে সব হতে ভাস্বর সুন্দর।
আত্মায় যৌবন বৃদ্ধ, দেহে বৃদ্ধ, হে তরুণ পুরু,
হে আর্য্যসত্তম তুমি চিরদিন প্রবীণের গুরু।
তনু যত হলো ম্লান শিথিলিত পলিত গলিত,
চিত্ত তত উজলিয়া হলো দীপ্ত মোহন ললিত।
জরাপর্ণশালাতলে আত্মা তব তরুণ তাপস,
যৌবনের রাজছত্রতলে নহে ব্যসনী বিবশ।

সন্ধ্যাভ্রবিভ্রমনিভ যৌবনের পরপারদেশে
ধ্রুবতারা জ্বলে যথা দিগন্তের কুহেলির শেষে,

ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রধনু উত্তরিয়া উজ্জ্বল উদার
আত্মার সুমেরুগিরি চিরদিন উজ্জ্বল তোমার।
হে বরিষ্ঠ, তপোনিষ্ঠ, হে বশিষ্ঠ আর্য্যের গৌরব,
তোমার ত্যাগের পুণ্যে বিশ্বজয়ী ভারতে পৌরব।

গৃহস্থ।

একলব্য

প্রণিপাত, হে কিরাত, যে অনার্য্য আর্য্যের প্রধান,
হীনজন্মা বলি তুমি গুরুকুলে পাওনিক স্থান।
একলব্য, বীরখ্যাতি একা লভ্য তব বিশ্বমাঝে,
শস্ত্রহীন শূরবর, বরণীয় বীরের সমাজে।
রাজন্যেরে ভিক্ষা দিলে, নিঃস্ব, তবু নহত ভিখারী
ত্যাগের আদর্শ তুমি, কিসের না নহ অধিকারী?

বিশ্বব্যাপী জ্ঞানব্রহ্ম, অংশ তার প্রজ্ঞাবীজময়,
কানন কান্তার গিরি যথা রোক্ হবে অভ্যুদয়
সৃষ্টির বিধানসূত্রে। কে রোধিবে তাহার উন্মেষ?
অক্ষয়, জীবনধর্ম্ম, কি করিবে অসূয়া বিদ্বেষ?
কে পারে রোধিতে বিশ্বে পঙ্কমাঝে পঙ্কজবিকাশ
খনির তিমির গর্ভে অঙ্গারকে মণির নিবাস?
যে শক্তি ছুটিবে বিশ্বে ব্যোমমার্গে পুষ্পকের রথে
কে রাখিবে তারে বাঁধি দ্বিজত্বের বাঁধা রাজপথে?

জাহ্নবী চলিবে ছুটি অবিচারে গিরি বনে মাঠে,
কে তারে রোধিতে পারে বারাণসী প্রয়াগের ঘাটে ?
মানব সমুদ্র মাঝে কে করিবে শাশ্বত বিভাগ
বাঁধ বাঁধি ? বিরাটের অঙ্গে অঙ্গে কে কাটিবে দাগ ?
যে শক্তি নিহিত মূলে কেমনে তা করিবে উচ্ছেদ
শাখার ছেদনে বলো ? অখণ্ড সে মূলে নাই ভেদ।
যেখানে মানুষ রাজে সেইখানে দেবতা বিরাজে,
দেবত্ব আবদ্ধ নহে আভিজাত্য পিঞ্জরের মাঝে।

চাহনিক রাজছত্র দিগ্বিজয়, রত্নের ভাণ্ডার,
সবার উপরে ঠাঁই তব চিত্ত ধ্রুব দেবতার !
দেখায়েছ কভু নহে একনিষ্ঠ সাধনা বিফল
সকলেই অধিকারী লভিবারে তপস্যার বল।
কাম্য কিছু নাহি তব যোগ্যতার করেছ প্রমাণ,
মহাভারতের পীঠে দর্ভাসনে লভিয়াছ স্থান।
শক্তি সে যে ব্রহ্মময়ী ত্যাগ সে যে পরমার্থময়
আর্য্যের নাহিক লজ্জা তার কাছে লভি পরাজয়,
সত্য চির হোক্ প্রিয়, মিথ্যা হোক্ চির তিরস্কৃত
মহাভারতের কথা তাই গেয়ে হইল অমৃত।

দীক্ষার দক্ষিণাছলে করিয়াছ সর্ব্বস্বপ্রদান,
এর কাছে অশ্বমেধ বিশ্বজিৎ হয়ে আসে ম্লান।
লক্ষগুণ প্রতিশোধ হে বীরেন্দ্র দিয়াছ ঘৃণার,
অক্লেশে বর্জ্জিয়া তব চিরার্জ্জিত জীবনের সার।

আর্য্য সে করুক গর্ব্ব কাটি নিয়ে অঙ্গুলিটি তব,
অনার্য্য নিষাদ তুমি, তোমারেই আর্য্য মোরা ক'বো।
এসেছিলে ভ্রান্তযুগে দিতে শুধু সত্যের সন্ধান
সত্যের প্রতিষ্ঠা করি কর্ম্ম তব তাই অবসান।
জাগো তুমি হে নিষাদ ভারতের গুরুগণ মাঝে
পশুমাংস পুষ্ট দেহে রক্তসিক্ত কৃষ্ণাজিন সাজে।
জ্বলন্ত সত্যের মূর্ত্তি জাগো তুমি জাগো ত্যাগবীর,
নত হোক্ পদে যত রক্তগর্ব্বী ভ্রান্তজনশির।

প্রবাসী

অন্তর্দ্দৃষ্টি

তোমারে হেরিব বলিয়া যখন প্রভাতে নয়ন মেলি
তব উজ্জ্বল চূড়ার ছটায় দৃষ্টি হারায়ে ফেলি।
রিনি ঝিনি ধ্বনি নূপুর নিকরে,
কণ্ঠের হারে আলোক ঠিকরে,
তোমারে হেরিনা হেরি শুধু তব ব্যোমে ব্যোমে চলকেলি
তোমারে হেরিব আশায় যখন উষায় নয়ন মেলি।

দ্বিপ্রহরে যবে হেরিব বলিয়া নয়ন ভরিয়া চাই
আঁখি ঝলসানো শ্রীমুখ ছটায় দিশেহারা হয়ে যাই।
পদনখ আভা ভাসে ব্যোমপথে,
ছুটে হুতাশন তব আঁখি হতে

আবেশে অলসি পড়ে বিলোচন, তোমারে কইগো পাই ?
দিবাভাগে তোমা হেরিব বলিয়া আঁখি মেলি যবে চাই।

হেরিব বলিয়া নব ভরসায় নিশাকাশে-চাই যবে
তব অঞ্চলে খচিত মণিরা ঝলমল করে সবে।
নাহি শুনি ভাষা, হেরি সিতহাস,
না পাই পরশ—শুনি নিঃশ্বাস,
এমনি করিয়া কাটে বারমাস কোথায় হেরিব কবে ?
বিশ্বজীবনে বিশ্বাসভরা সাধ মিটিবেনা তবে ?

শারদ গগনে হেরিনি তোমায় পেয়েছি আশীষ সার,
হেরেছি বরষা ঘন গৌরবে ঘন কুন্তল ভার,
নব বসন্তে ধরার অধরে
চুম্বন সুধা ঢেলেছ সাদরে
তোমার লীলার সকলি দেখেছি বাকী নাই কিছু আর,
তোমারেই দেখা শুধু বাকী রয় সকল দেখার সার।

মহাকাল পানে চেয়ে থাকি ঠায় নাহি হেরি তব কায়া,
ব্যোমপারাবারে নাহি হেরি তোমা হেরি শুধু তব ছায়া,
জীবনে, তোমার পুলক হরষ,
মরণে অলখ শ্রীকর পরশ,
ভুবনে তোমার আভাষ শুধুই, গন্ধবরণে মায়া,
নয়ন মেলিয়া হেরি শুধুছায়া হেরিনা তোমার কায়া।

অন্তর্দৃষ্টি

আঁখি মেলে তোমা অনেক খুঁজেছি আর আঁখি মেলে নয়,
বাহিরের চাওয়া শেষ, দেখি যদি ভিতরে চাহিলে হয়।
বধির করিনু অধীর শ্রবণ,
অন্তর পানে ফিরাই নয়ন,
করি মূক এবে মুখর রসনা প্রলোভন করি জয়,
অনেক ঢুঁড়েছি আঁখি মেলে মেলে, আর আঁখি খুলে নয়।

তোমার আভায় হারাই তোমায় জ্বলজ্বল তব ভাতি
তোমার লীলায় হেরিনি তোমায়, খেলায় গিয়াছি মাতি।
আলোক শুধুই ঝলসেছে আঁখি
দেখিতে দেয়নি রাখিয়াছে ঢাকি—
বিম্বের প্রতিবিম্বে-বিম্বে শত মায়াজাল পাতি
সকলি আঁধারি' করেছি আজিকে গভীর তিমিররাতি।

বিশ্ববস্তু গিয়াছে হারায়ে সংসার আজি ধূলি,
রিক্ত নিঃস্ব আত্মার সাথে হোক আজি কোলাকুলি,
কিছু নাই শুধু আছে আঁধিয়ার
আজিকে হবেগো ভাল অভিসার,
কালের নিদ্রা বিভাবরী এবে, সব লাভ ক্ষতি ভুলি
করেছি রুদ্ধ সব দ্বার গুলি হৃদি দ্বার শুধু খুলি।

গহন গুহায় এসে উচ্ছল নদী হয়ে আজ ছোটো,
তমোময় হৃদিকুঞ্জ উজলি কুসুম হইয়া ফোটো।
উঠ খনিমাঝে মণি হয়ে জ্বলি,
কাল' মেঘে তুমি হানগো বিজলি,

ধূমকুণ্ডলী ভেদি দপদপি শিখা হয়ে জ্বলে ওঠো,
ঢালি কৌমুদী বিধু হয়ে উদি তনু প্রাণ মন লোটো।

বহির্ভুবন লুপ্ত, বিরাজে ধ্বংস-ধ্বান্ত শুধু
অতল অসীম প্রলয়পয়োধি চারিদিকে করে ধূ-ধূ
বাজাও তোমার পাঞ্চজন্য
নবীন সৃষ্টি হোক আসন্ন—
হৃদয়-সদ্মে এ নাভি-পদ্মে জাগ জাগ প্রাণ বঁধু
নব রবি শশী গ্রহ তারকারা, বিশ্বে বিলাক মধু।

বেপথুবিনোদে নব ভবরথ তোমারে বহিবে বুকে,
তব পদস্বেদবর্ষণ-ধারা ঝরে যাবে চোখে মুখে।
ভক্ত হৃদয় রন্ধ্রে রন্ধ্রে
বাজিবে বংশী প্রণবমন্ত্রে—
অঙ্গে অঙ্গে রোম মঞ্জরী জাগিবে সত্ত্বসুখে,
সহস্রমুখী অশ্রুধারায় নদী বয়ে যাবে বুকে।

এমনি করিয়া নিখিল বিশ্ব আমাতে উঠিবে জাগি,
বিশ্বম্ভর নিঃস্ব ভক্তে হবে যবে অনুরাগী।
বাহিরে মিলেনা স্বরূপ তোমার,
বুঝেছি রুধিয়া ইন্দ্রিয়-দ্বার,
তোমার লাগিয়া ফিরিব না আর দেউলে মঠ মন্দিরে মাগি
আঁধারের ধন বিশ্বের সনে আঁধারে উঠিবে জাগি।

ভারতবর্ষ।

মৃত্তিকা

ধূসর-বসনা বিভূতি-ভূষণা ওমা শঙ্কর-কিঙ্করী
অঙ্কে বহিছ বক্ষে টানিছ সস্নেহে দিবা-শর্ব্বরী।
সন্ততি লাগি সর্ব্বংসহা সহিতেছ শত যন্ত্রণা,
তব কৃপা ছাড়া একটী পলকো হয়না জীবন কল্পনা।
আদিকাল হ'তে বসে'আছ মাতঃ শিয়রে জ্বালিয়া বর্ত্তিকা,
তব পদ চুমি শতবার নমি জয়গো জননী মৃত্তিকা।

অঞ্চল ঢাকা সুধা দিয়ে নিতি ক্ষুধাতৃষা হরো অন্নদা,
কাঞ্চন-হীরা-হার পরাইয়ে চুমা খাও হেসে রত্নধা।
স্তন্য তোমার বন্যা ধারায় গিরি উরসিজে উচ্ছলে,
চিকুরের ছায়া তব শ্যামমায়া ঢুলায় শিরস হিন্দোলে।
কোটিকোটি আলো যুগে যুগে জ্বালো, অক্ষয় প্রাণবর্ত্তিকা,
তব পদ চুমি শতবার নমি জয়গো জননী মৃত্তিকা।

ধূলাখেলা কালে বাল্য আশীষে করমা শতায়ু প্রার্থনা,
শোকসঙ্কটে তব অঙ্কটি বিলায় শান্তি সান্ত্বনা।
অভিমান করি তব বুকে পড়ি দেই গড়াগড়ি শৈশবে,
সব দিতে পারি ছাড়িবারে নারি তব গৌরব-বৈভবে।
জ্ঞান প্রেম আলো তুমি বুকে জ্বালো হে বিরাট প্রাণবর্ত্তিকা
পদধূলি চুমি শতবার নমি হে আদিজননী মৃত্তিকা।

হরি প্রেমে নাচি দেই গড়াগড়ি তব দেহে তাঁরি সন্ধানে,
সবার প্রণতি বহি যথা-ঠাঁয়ে বিতর আশীষ সন্তানে।
তিলক চুম্ব দাও মা অলকে বুলাও হস্ত হৃণ্ময়ি!
মূর্ত্তিতে তুমি মৃন্ময়ী মাতা চিত্তে দেবতা চিন্ময়ী।
তোমারি অঙ্গে গড়ি দেবদেবী, স্নেহে তব জ্বালি বর্ত্তিকা
তব রোমাঞ্চে পূজি তাঁহাদেরে, জীবনজননী মৃত্তিকা।

তোমারি পিশিত-পিণ্ডে জনম, অন্ধাজননী গান্ধারি!
শতনাড়ী পথে জীবরসদানে রেখেছ জীবন সঞ্চারি'।
পাপে তাপে শাপে চারিদিক হতে লভি যবে শত লাঞ্ছনা,
অঞ্চল তলে লুকাইয়া তুমি শক্ররে কর বঞ্চনা।
দেহের দশায় জ্বালাও নিভাও প্রাণালোক স্থির বর্ত্তিকা
তব ধূলি গণি স্বরগের মণি হে আদি জননী মৃত্তিকা।

ভারতবর্ষ।

সুন্দর

ওগো,—সুন্দর, তব মন্দিরে মোরে কর কৃপা করে' পূজারী
ঢালি পায় তব জীবনের সব অর্ঘ্যবিভব উজাড়ি।
দাও এ কণ্ঠে মন্দার মধু-
রসতরঙ্গ, সুন্দর বঁধু,
তোমারি নান্দী পরমানন্দে—নবীন ছন্দে প্রচারি

তোমার আসন বসন ভূষণ চিন্তামণিতে খচিব,
মনোদীপ জ্বালি সারারাতি থালি আরতি দেয়ালী রচিব।
বনদেবীদের কবরীভূষণ
কুসুমগুলিরে করিয়া চয়ন
ভরি আনি ডালা গাঁথি দিব মালা ওগো ফুলদোলাবিহারী।

দিবস রাত্রি জুটিবে যাত্রী আমারি শঙ্খ বাদনে
সবার অর্ঘ্য নিজ হাতে তুলি দিব অঞ্জলি চরণে—
শ্রী-বেদমন্ত্রে দীক্ষা আমার
দাও সুন্দর, ভিক্ষা আমার—
পদতলে রব আমি শুধু তব সেবাগৌরব ভিখারী।

উপাসনা।

মানসী পূজা

একবার শুধু হেরি একবার নমি প্রভু।
একবার শুধু লভি তৃপ্ত হবোনা কভু॥
একবার দরশনে একটী শুনিয়া কথা
একবার পরশনে যাবেনা এ ব্যাকুলতা
এস ওগো মম মনে যথা দুখসুখ ব্যথা
সেথা তোমা-হেন ধনে লুকায়ে রাখিব প্রভু
একবার শুধু লভি তৃপ্ত হবেনা কভু॥

আজি ইন্দ্রিয়চয় রুদ্ধ করিনু আমি,
সে পথ তোমার নয় বুঝিয়াছি ওগো স্বামী,
ধরি পথ মনোময় এস দেব, দিবাযামী
তথা যেন তব রয় চিরজ্যোতি ওগো প্রভু।
একবার শুধু লভি তৃপ্ত হবনা কভু॥

হৃদি মন্দিরে রাখি ইন্দ্রিয় দ্বারগুলি,
দ্বিধাভয় হীন থাকি একে একে দিব খুলি,
দিতে পারিবেনা ফাঁকি যদিবা কখনো ভুলি
ঢ'লে পড়ে যদি আঁখি হারাবনা তবু প্রভু।
একবার শুধু লভি তৃপ্ত হবোনা কভু॥

দ্বার বাতায়ন যত খুলিব হেরিবে সবে,
দীপারতি অনারত নিশীথে জ্বলিতে রবে,
দ্বারে হবে অবনত ধূপধূম-সৌরভে
ভক্ত জুটিবে কত চারিপাশে মম, প্রভু।
একবার শুধু লভি তৃপ্ত হবোনা কভু॥

তারপর যদি মরি দেহ হবে ধূলিলীন,
মনোমন্দির ভরি তুমি রবে সমাসীন,
মন আর তুমি হরি সনাতন চিরদিন
যাবো সেবাইত করি নিখিল জনেরে প্রভু,
একবার শুধু লভি তৃপ্ত হবেনা কভু॥

ভারতবর্ষ।

ভক্তের মহিমা

ভক্ত ভিন্ন দেবতারে তব রক্ষা করিবে কে ?
বিনা ভকতের বুকের অস্থি স্বরগ শ্মশান যে।
ভক্তের কাছে লভি' পরাজয়
ধন্য দেবতা দেন বরাভয়।
ভক্তের বাধা মাথায় করিয়া ভগবান বয় রে।
ভক্ত নহিলে বুকে ধরি' তা'য় মানুষ করিবে কে ?

ভক্তের হৃদি-তরণী বাহিয়া দেশে দেশে প্রভু চলে,
সে তরী ডুবিলে ডুবিবে দেবতা গভীর অতলজলে,
ভক্ত নহিলে কেবা বলো আর,
নিতি নিতি নানা স'বে আবদার ?
কে হ'বে তাহার জনক জননী সখাসখী ধরাতলে,
মনের মতন প্রাণের যতনে কে সাজা'বে ফুলদলে ?

নিতি দেবতার সিনান করায় ভক্তের আঁখিধারা
ভক্ত-দেবতা প্রেমে গলাগলি উৎসবে মাতোয়ারা।
চিরদিন অই ভক্ত-হৃদয়,
দেবতার প্রিয় বসতিনিলয়,
মন্দির বিনা হ'বে যে দেবতা একেবারে গৃহহারা।
আগ্নেয়ী তৃষা কে মিটা'বে তা'র ভক্তির সুধা ছাড়া !

ভক্ত ভিন্ন কে দেখা'বে পথ দুর্গম কান্তারে?
ভক্ত ভিন্ন সর্ব্বগ্রাসী সে ভিক্ষা কে দিতে পারে?
ভক্তে ছাড়িলে নাহি ভগবান,
কেবা গায় গুণ কেবা রাখে মান?
ভক্তের পদ নিজে ভগবান ধোয়াইল জলধারে,
ভক্তের রথে সারথি তাইতে দুয়ারী ভক্তদ্বারে।

ভক্ত দেবতা হরিহরাত্মা সন্দেহ নাহি তায়,
রুদ্রেরো চোখে ঝরে জলধারা ভক্তের বেদনায়।
ভক্তির জয় ভক্তের জয়,
গাহে দেব নর এ নিখিলময়,
দেবতা বন্দী ভক্তের দীন কুটীরের আঙিনায়,
দেবতা কাতরে ছল ছল আঁখি ভক্তেরি কৃপা চায়।

ভারতবর্ষ।

উপাসনা

সেকি কভু বাসবে ভাল তুমি ভুবনময়,
এই স্বভাবের সকল শোভা পাথর যদি হয়
সেই পাথরে দেউল গড়ি
বেদী রচি, তাহার 'পরি
ধাতুর পুতুল পূজি' যদি গর্ব্বে গাহি জয়,
সেকি তুমি বাসবে ভাল ওগো ভুবনময়।

সমীর যদি রুদ্ধ রহে চামর কেশর ফাঁকে ফাঁকে
কলধ্বনি বদ্ধ যদি ঘণ্টা কাঁসর সানাই শাঁখে ;
থাকতে বিশাল সিন্ধু নদী,
গণ্ডূষে হয় পান্ত যদি,
কোশার বুকে তোমার তৃষার সলিল যদি রয় ?
সেকি তুমি বাসবে ভাল ওগো ভুবনময় ?

কুসুম কানন মলয়গিরির কতটুকু গন্ধধূপে ?
বিশ্বজোড়া নিলয় তোমার, পূজ্‌ব তোমায় অন্ধকূপে ?
রবি শশী তারার মালায়
যায়না আঁধার এত আলায়,
হবে কি আর ক্ষীণ প্রদীপে মোহের আঁধার ক্ষয় ?
সেকি তুমি বাসবে ভাল ওগো ভুবনময় ?

উপাসনা।

অলকাপুরী

হেথায় শুভ্র প্রাসাদ নিকর অভ্র ভেদিয়া রাজে,
দামিনীর মত পুরকামিনীরা বিহরে তাহার মাঝে।
চারু চিত্রিত কাচ বাতায়নে
চীন-চেলকের কেতনে-কেতনে
শোভিছে ইন্দ্র নিকেতন সম ইন্দ্রায়ুধের সাজে
মর্ম্মরময় হর্ম্ম্যনিকর অভ্র ভেদিয়া রাজে।

গুরু-গুরু উঠে মুরজধ্বনি বারিদমন্দ্রোপম
কূটে কূটে শোভে কূটজমালিকা বলাকার শ্রেণীসম
পুর অলিন্দে কুট্টিমবুকে
নীর-লবসম নির্ঝর মুখে,
ঝর ঝর ঝরে মৌক্তিকমণিরত্ন রম্যতম
অলকাপুরীর সৌধ শোভিছে শারদ নীরদোপম।

তথায় ললনা সমৃণাল লীলা কমলে ব্যজন করে,
নব অবদাত কুন্দ কলিকা অলকে পুলকে ধরে।
বিলেপি লোধ্রপরাগ মোহন
গণ্ডেরে করে পাণ্ডুবরণ
শ্রবণে শিরীষ চূড়াপাশে চারু নবকুরবক পরে,
নবনীপ শোভে সীমন্তিনীর সীঁথিপথে থরে থরে।

ষড় ঋতু তথা দ্বন্দ্ব ভুলিয়া একই দেহে হলো লীন,
ষড়ানন সম বনগৌরীর অঙ্কেতে সমাসীন।
সারাটি বরষ ক্রম লতিকায়
হাসে ফুলবালা বনবীথিকায়।
মঞ্জরী 'পরে মধু পিয়ে অলি গুঞ্জরে নিশিদিন,
রচিছে রসনা সরসীসতীর হংস সারসী মীন।

সারাটি বরষ সরসীকাসারে সরসিজ ফুটে রয়,
ভবনে ভবনে চিরভাস্বর শিখীর কলাপচয়,

বিতত বহে মোহন মাধুরী
কেকাকাকলীতে মুখরিত পুরী।
নিশি নিশি যথা পৌর্ণমাসীর গরিমা গগনময়,
তিমির, তমালকুঞ্জেরো মাঝে প্রবেশিতে পায় ভয়।

পরমানন্দ ভিন্ন তথায় আঁখিনীর নাহি ঝরে,
যাহা কিছু ব্যথা প্রণয়িহৃদয়ে মন্মথফুলশরে
প্রণয়কলহ অভিমান ছাড়া
প্রিয় যেথা নাহি হয় প্রিয়াহারা,
নাহি শৈশব জড়জরা যেথা রূপে না ম্লানিমা ধরে,
চির যৌবন-বৈভব যথা বিরাজিছে ঘরে ঘরে।

বিস্মিত তারা পুঞ্জের প্রায় পাটল-প্রসূনে ভরা
তোরণ বেদিকা সোপান যথায় স্ফটিক মণিতে গড়া
যক্ষের চারু কররুহঘাতে
পুষ্কর যথা বাজে মধুরাতে
বাজায় বধূরা অদূরে তাদের মধুরা সপ্তস্বরা।
কণ্ঠ তাদের নিয়ত কল্পতরুজাত সীধুভরা।

মন্দাকিনীর সলীলশীকর-সুস্নাত বায়ে বায়ে,
শ্রমসম্ভব রোম-জললব বিদূরিয়া গায়ে গায়ে
যক্ষবালারা হেমসিকতায়
নিহিত করিয়া মণি মুকুতায়

লুকোচুরি খেলে বেশভূষা ফেলে মন্দার ছায়ে ছায়ে
বাজে মঞ্জীর উড়ে হেমরেণু লোল রাঙা পায়ে পায়ে

প্রণয়িণী যথা মধু যামিনীতে কুসুমের শয্যায়
চপলদয়িতকর্ষণজাত কৃত্রিম রোষণায়,
লাজ-আবরণী একহাতে ধরে
চূর্ণমুষ্টি ছুঁড়ে আন করে
নিলাজদৃষ্টি বিলাসদী 'পরে অন্ধ করিতে চায়,
নিঠুর নাথের হাসিতরঙ্গে সবি নিস্ফল হায় ।

অভ্রংলিহ প্রাসাদের শিরে বিভ্রমশালা রাজে,
তস্করসম বাতায়ন পথে পশে মেঘ তার মাঝে,
তিতায়ে বধূর বদন-নলিন
চিত্রাবলীরে করিয়া মলিন
শীর্ণ হইয়া পলায় তূর্ণ ভয়ে সঙ্কোচে লাজে,
ধূপধূমসম ধূসর বরণে বাতায়নপথ সাজে ।

নিশীথে যখন মেঘযবনিকা গগন হইতে সরে
গৌরোজ্জ্বল কৌমুদীছটা সৌধ শিখরে পড়ে ।
নিতম্বিনীর নগ্ন হিয়ায়,
চুম্বন করি উরোজে গড়ায়,
চন্দ্রকান্ত-মালিকায় তার শীতসুরধুনী ঝরে,
রোমে রোমে পশি স্মরপীড়িতার তনুর উষ্মা হরে

যক্ষের গৃহে লক্ষ্মী অচলা ময়ুর-সিংহাসনে
দিন যাপে তারা অপ্সরা সহ মধুর সম্ভাষণে।
ধনপতিগুণ-বন্দনারত
মধুরকণ্ঠ কিন্নর যত,
তাদের সমাজে ঘুরে নিশিদিন বৈভ্রাজ উপবনে
শ্রীঅচলা তথা ভবনে জীবনে মনে প্রাণে যৌবনে

প্রবাসী।

অজয়

জয় জয় জয় অজেয় অজয় গৈরিকধারী সাধক তুমি,
ভাগীরথীনীরে সিনানে নেমেছ তেয়াগি ভূধরতাপসভূমি।
তুমি রসগুরু, যজ্ঞকুণ্ড নিভায়ে ভাসায়ে রসের স্রোতে,
বিলায়ে দুপাশে সহজ-তত্ত্ব আসিয়াছ রস-সাধন পথে।
প্রেম পরশনে সরস করিয়া রসহীন রূঢ় রাঢ়ের মাটী,
পণ্য আননি, পুণ্য এনেছ, আননিক ঝুঁটা, এনেছ খাঁটী।
বজ্রকঠিন বাহ্যাবরণে কুসুম-কোমল হৃদয় ধর'
কঠোর যোগীর হৃদিকন্দরে ঝরাও রসের নিঝর খর।
কেন্দুবিল্ব তরুতে ফুটাও কান্ত কোমল পদের মালা
জয়তু অজয় জয় জয়দেব, জয়তু বৃন্দাবনের কালা।
রামী রজকীর বসন তিতায়ে বিশালাক্ষীর আরতি সারি'
নান্নুরের ভিটে করি চির মিঠে এলে তুমি জ্ঞানদাসের বাড়ী,

"কানুর পীরিতি মরণ অধিক" এ যে বড় অভিমানের বাণী
উজানীর ঘাটে এ ব্যথা কেমনে ভাসাইয়া দিলে হে অভিমানী ?
ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গলাবনি অবনীতে যার বহিয়া যায়
তার গুণগানে লোচনের সনে কীর্ত্তনধূলি মাখিলে গায়।
উদ্ধারণের উদ্ধারবাণী তোমারি কণ্ঠে শুনেছি প্রিয়।
শীর্ষেতে তুমি লয়েছ বাঁধিয়া কেশব গুরুর উত্তরীয়।

অভয়া ভক্ত সাধুপুত্রেরে দিয়াছ অটল ধর্ম্মে মতি
ছাগল-পালিকা বণিকজায়ারে করেছ বঙ্গপূজ্যা সতী।
জাতির গণ্ডী ভেঙে চল তুমি ভক্তেরে তুমি মাথায় ধরো
ব্যাধ গোপ তাঁতি বণিক রজক ভক্তির গুণে সবাই বড়।
কতনা ভক্ত কতনা সাধক কতনা কবিরে মন্ত্র দিলে।
কতনা গৃহীরে বৈরাগী করি হে রসিক তুমি সঙ্গে নিলে।
কত কুমুদের নয়ন মেলালে গোরাচাঁদ জ্যোতিশলাকা দিয়ে,
অমৃতবার্ত্তা ঘোষিল বঙ্গে, তব ভৃঙ্গার সলিল পিয়ে।
তব মৃদঙ্গ বাজে দ্রিম দ্রিম ছুটে আসে সবে যে যথা আছে,
তাথই-তাথই হরি-কীর্ত্তনে দুই তীরে সারা বঙ্গ নাচে।
তব উদ্দাম রসের বন্যা ঘর কন্নারে ভাঙিয়া চলে,
"ঘর করি বা'র বা'র করি ঘর" বেণুর মন্ত্র শ্রবণে বলে।
ধন্য অজয় ! ধন্য এ দাস—ধন্য আমার সমুদ্ভব
সেই পূত ভূমে যথায় তোমার নিত্য প্রেমের মহোৎসব।

মানসী।

প্রিয়া

সনাতনী।

অন্নপূর্ণা তব করে ভিক্ষা লভিবারে
সাধ করে' হইয়াছি শাশ্বত ভিখারী।
যাচিয়া লয়েছি আমি অনন্ত তৃষারে
লভিবারে তব করে সুশীতল বারি।
তোমার অঞ্চল-স্নেহ লভিতে, নয়ন
হয়ে আছে যুগে যুগে অশ্রুর নিলয়।
ব্যাধিরে করেছি সাধি এ দেহে বরণ
তব কর-কিসলয়ে হতে নিরাময়।
মধুবাণী শুনিবারে করি অভিমান,
মমতা লভিতে করি বিরহ-সৃজন,
শয়নে নয়নে শুধু করি নিদ্রা-ভান
জাগিয়া উঠিতে তব লভিয়া চুম্বন।
ঝরাইতে অশ্রুবারি তোমার নয়নে
জনমে জনমে আমি বরি গো মরণে।

প্রবাসী।

প্রাক্তনী।

কতবার স্বয়ংবর-সভা তেয়াগিয়া
এ কাঙ্গাল কণ্ঠে তব দেছ বরমালা।

ঘুরিয়াছ বনে বনে আমার লাগিয়া,
কতবার সাজায়েছ বরণের ডালা।
কতবার রাখিয়াছ সতীতেজোগুণে,
শমনের দণ্ড হতে আমার জীবন।
কতবার সাজায়েছ তরবার তূণে,
রথ-রশ্মি শতবার করেছ ধারণ।
নতুবা সহজ সবি হইল কেমনে?
কিছুই তোমার যেন নহেক নূতন।
কোথা পেলে? কই? কিছু শেখনি জীবনে
সবি চির পরিচিত প্রবুদ্ধ প্রাক্তন।
কোন আদিকাল হতে আছ মোর সাথে
জন্ম হতে জন্মান্তরে মানস সত্তাতে।

প্রবাসী।

রূপময়ী।

তুমি মোর আঁখিতারা, তুমি মোর আলো,
তুমি মোর ক্লিষ্টক্লান্তদৃষ্টিসঞ্জীবন।
এই বিশ্বখানি মোর লাগে বড় ভালো
তোমার স্বচ্ছতা ভেদি নেহারি যখন।
বিশ্বেরে দেখালে তুমি ইন্দ্রধনু সাজে
লক্ষকোটী শিখী যেন পক্ষ মেলি নাচে।

সব মায়া ভাব রস, রূপ হয়ে রাজে
সব মন্ত্রগুলি যেন ঘুরে কাছে কাছে।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা দীপ খদ্যোতিকা
মাণিক্য ওষধি-রশ্মি গড়েছে তোমায়।
শত জনমের মোর স্বপ্ন-নীহারিকা
কেন্দ্রীভূত পুঞ্জীভূত তব প্রতিমায়।
তুমি যাতে নাহি তাহা মায়া বিশ্ব ছায়া,
কিম্বা ঘন তমঃ, যার নাহি বর্ণ কায়া।

প্রবাসী।

রসময়ী।

আনন্দ-মদিরা তুমি নিত্য রসায়ন,
তোমারে পিইয়া মোরা চিত্ত ঢুলু ঢুলু,
রসের নির্ঝর, লভি তোমার জীবন
আমার জীবন-নদী বহে কুলু কুলু।
তব প্রেমমধুগঙ্গা এলো কি ধরায়
রসরাজপাদপদ্মে জনম লভিয়া ?
সুধাসিন্ধুসমুত্থিত মন্দারের গায়
তোমার অঙ্গুলি গুলি ফুটিল কি প্রিয়া ?
সম্মিলিত সপ্তবর্ণ পরিণত রসে,
সৃজিল তোমার শুভ্র গোরস হৃদয়।

রক্তিম আনন্দ হাস্যে অধর বরষে
চন্দ্রবিম্বে যেন স্ফুট রক্তাম্বুজ চয়।
ইহেরে করেছ প্রিয়ে স্পৃহনীয়তম
জীবনে করেছ ঘন চুম্বনের সম।

প্রবাসী।

কৃষকবালার ব্যথা

আমার এমন কি হলো বন খাঁ খাঁ করে প্রাণটা খালি
ঘরের কাজে মন লাগে না বাড়ীর লোকে দিচ্ছে গালি।
আমার জ্বালা সে কি জানে?
দুপুর রাতে বাঁশীর গানে?
ঘুম কেড়ে লয়, রাত্রি জেগে চোখের কোণে পড়ল কালি,
রাতে তারো ঘুম কিরে নাই বাঁশী কেন বাজায় খালি?

সকালবেলা হাঁক ছেড়ে সে চলে যখন গোরুর পালে,
গোবরঝুড়ি কাঁখে ধরি তখন আমি রই গোহালে।
গাই ছাড়িতে বাছুর ছাড়ি
দুধ পিয়ে লয় তাড়াতাড়ি,
মার কাছে খাই ঝাঁটার বাড়ি পিষীর কাছে ঠোক্না গালে
দেহটা মোর রয় গোয়ালে প্রাণটা চলে গোরুর পালে।

আমি যখন দাদার লেগে ভাত নিয়ে যাই বিলের মাঠে
কণ্ঠরি গান গেয়ে গেয়ে ভুঁয়ের আলে ঘাস সে কাটে,

সে যদি চায় নয়ন তুলে,
তবে আমার মনের ভুলে
বাবলাবেড়ায় আঁচ্‌লা বাধে, পিছ্‌লে পড়ি পিছল বাটে ;
অই আ'লে মোর মনটা লোটে শরীর চলে বিলের মাঠে।

একদিনে সে দশটি বিঘা ফেল্‌তে পারে একাই রুয়ে,
বুধীর মত দুধোল গাই-ও এক লহমায় ফেলে দুয়ে।
মস্ত ষাঁড়ের শিঙ্‌টি ধরে'
ফিরায় সে যে গায়ের জোরে।
তাল-নারিকেল গাছে উঠে পায়ের জোরে লাফায় ভুঁয়ে।
দেখি তাহার সাঁতার কাটা অবাক হয়ে কল্‌সী থুয়ে।

কবির দলের দোহারীতে গায় সে মেতে পরাণ খুলে।
বাউল-নাচে ঘুঙুর পায়ে, নাচে সে যে হাতটি তুলে।
গাজন-দিনে সন্নিসি সাজ—
বাবরীচুলের ঢেউখেলা ভাঁজ,
মন্‌সাতলার মালামো তার, কার না দেখে পরাণ ভুলে ?
আমার ত কেউ নয়কো তবু দেমাকে বুক উঠে ফুলে'।

কানে গোঁজা সন্ধ্যামণি, নতুন তালের ছাতি কাঁধে,
রাঙা ডুরে গামছা দিয়ে, যদি আবার কোমর বাঁধে,
বিন্দাবনের কালার পারা
করে আমায় আপন-হারা ;

তারি পায়ে পড়্‌তে লুটে, শুধু আমার পরাণ কাঁদে,
বাঁশী পাঁচন ধরে যখন কালার মতন মোহন ছাঁদে।

আমার এমন কি হলো বোন, হুহু করে মনটা খালি,
ইচ্ছে করে কাঁদি কেবল সবাই আমায় দিচ্ছে গালি।
কুট্‌না কোটায় আঙুল কাটে—
হাট যেতে হায় যাই যে মাঠে,
মনের ভুলে হাত পা পোড়াই, নুনের সরা-ই দুধেই ঢালি।
আমার যে বোন আসছে কাঁদন, হুহু করে প্রাণটা খালি।

মানসী।

পতিতা

তোরা যা-লো সবে বাহিয়া তরণী,—গাহিয়া গান,
আমি রই এই ঘাটে,
দেখি হেথা সতী-বধূর সুখের মধুর প্রাণ
পল্লীর নদী-বাটে।
এই গাঁয়ে আসি পরি' পরিণয়-সিঁদূরটিপ,
শুভ সন্ধ্যায় জ্বেলেছিনু দেবদেউলে দীপ।
আঙিনা ভরিয়া শিশু-দেবরের সে কলতান,
স্মরিতে হৃদয় ফাটে—
তারা যা-লো সই বাইয়া তরণী, গাইয়া গান,
আমি রই এই ঘাটে।

বারো মাসে তেরো ব্রত পার্ব্বণ মহোৎসবে
রচেছি পূজার থালা,
মঙ্গল-কাজে এয়োদের মাঝে হুলুর রবে
ধরেছি বরণ ডালা।
ঐ পথে নিতি বহিতাম কত কলসী জল,
সিক্ত রহিত মোরি করে গৃহ-তুলসীতল।
দিবাশ্রমজল নিশার সোহাগে হইত মধু—
অলকে দুলাত মোতি,
লোক-মুখে-মুখে রাক্ষসী, হলো লক্ষ্মী বধূ,—
সাক্ষাৎ ভগবতী!

ঐ যায় যেবা, আড়াল পড়িল অড়র বনে
যার শ্যাম তনুলতা,
নব কৈশোরে পাতান সই সে, তাহার সনে
হইত মনের কথা।
স্নান করি ফিরি সুধা দিবে মরি সবার পাতে,
ঝক্‌মক্ লোহা শাঁখা চুড়ি আহা,উহার হাতে,
তক-তক করে পতি-বৈভবে ভবনতল,
সতী-গৌরবে ফিরে,
চুমিবে খোকারে, মুছিবে লোকের চোখের জল
লভিবে আশীষ শিরে॥

বাগ্দীর মেয়ে ডাক দিয়ে ফিরে ছাগল হাঁসে
জালি কাঁধে হাসি মুখে,
মণি বাঁধে ওযে কাদামাথা ছেঁড়া শাড়ীর ফাঁসে,
ও'ও আছে কত সুখে।
শিশু কলরোলে গৃহভরা পশুপক্ষীদলে
লক্ষ্মী-জননী ঘুরিতেছে যেন করুণা ছলে,
পতি পায়ে শেষে মাথা রেখে আহা মুদেগো চোখ
যদি এ সধবা সতী—
ওর পদধুলি শিরে নিবে তুলি দেশের লোক ;
মরি রে ভাগ্যবতী !

বালিকার ব্রতে রচি দেবতার অর্ঘ্য-ডালি
ঢালিনু পিশাচ পায়।
লভিলাম প্রেমজীবনের হেমপ্রদীপ জ্বালি
ধোঁয়া আর কালিমায়।
নিঝর তেয়াগি পিইনু মাঠের পঙ্ক-বারি,
উল্কার পিছে ধাইলাম ধ্রুবতারকা ছাড়ি।
গেল শুভধ্রুব এক পলকের মোহন ভুলে,—
ইহকাল—পরকাল !
পিশাচ-শ্মশানে নিয়ে এল বৈতরণী কূলে
মারীচের মায়াজাল।

মুক্তা ফলিতে পারিত এ তনু-শুক্তি ভরি
স্বাতীর পুণ্য জলে,
হইতে পারিত মম লাবণ্য-শ্রীমঞ্জরী
পরিণত মধু-ফলে।
মহারাণী হয়ে মম সংসার-সিংহাসনে
শাসিতে তুষিতে পারিতাম নিতি আপনজনে।
উঠিতে পারিত মম যৌবন-সিন্ধুনীরে
বৎসলতার সুধা,
হরিতে পারিত মাতৃজীবন, স্তন্য-ক্ষীরে
পিতৃ-লোকের ক্ষুধা।

শত্রুরও যেন হয়নাক হেন অশুভ ক্ষণ,
কর এ বিধান দান,
হেয়জন-পেয় সুরার শুল্কে, গোরসধন
বেচেনাক, ভগবান!
দাও শ্বাশুড়ীর লাঞ্ছনা শত, মলিন বেশ,
ননদীর গালি, আধপেটা ভাত, রুক্ষ কেশ,
উদয়-অস্ত দাও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম,—
ক্ষতি নাই, ক্ষোভ নাই।
ফিরে নিতে রাজী সংসারপথ সুদুর্গম
ফিরে যদি আজি পাই।

সবি শেষ হোথা ঐ জ্বলে চিতা নদীর তীরে
শেষ সব আয়োজন।
হোথা প্রিয়জনে দহিয়া ভাসায়ে নয়ন-নীরে
ফিরিতেছে কত জন।
এ মুখে আগুনো দিবেনা, হায় কি পাপের ফল
অশৌচ পালিয়া সঁপিবে না কেহ পিণ্ডজল,
নূতন করিয়া এই পোড়া মুখে আগুনই কেন?
চির চিতা জ্বলে বুকে!
পড়িবে ললিত লালসা, লালিত তনুটি হেন
কুকুর শৃগাল মুখে।

তোরা যা-লো ফিরে বাইয়া তরণী, গাইয়া গান
নগরের রূপহাটে।
দিনে দশবার বেয়ে মর দেহতরণীখান
নরকের পার ঘাটে।
হারাতে আমায় কেন এলি হায় সোনার গাঁয়,
মধুযৌবন যাপিনু যেথায় সোহাগছায়?
জীবনের জ্বালা আজিকে জুড়াতে মরিতে চাই
ডুবে এই নদী-নীরে।
রসাতলে আছি নদীতল দিয়ে নরকে যাই
তোরা যালো সখী ফিরে।

মানসী

গৃহলক্ষ্মী।

ভূষণহীনা মলিনদীনা এস আমার প্রিয়া,
সজ্জা নাহি, লজ্জা কিসের ? কাতর কেন হিয়া ?
গন্ধতেলে চুলের বাহার,
টেক্কাখোঁপা চাইনা আমার,
অম্‌নি বেশে সাম্‌নে এসে দাঁড়াও রমণীয়া,
আল্‌তা আঁকা, সাবান মাখা নেইবা হলো প্রিয়া

গয়না পরা সয়না আমার আস্‌তে হবে খুলি।
চাইনা আমি তৈরিকরা ময়নাপড়া বুলি,
সত্যকথা সরল কথা
শুনতে প্রাণের ব্যাকুলতা।
মুছতে তোমার হবেনাক হাতের পায়ের ধুলি,
গয়না যদি থাকেই গায়ে আসতে হবে খুলি।

সাজ করা আজ সইবনা সই শোভন দেহময়,
বেগমসজ্জা দেবহুতির সহ্য নাহি হয়।
রঙ মাখালে কনকচাঁপার
শ্রীগরিমা বাড়বে কি আর ?
শ্যামের ভোগে আমিষ হেরে অঙ্গ শিহরয়।
কোন দুখে বা গোপন কর আপন পরিচয় ?

রান্না ঘরের হলুদ মাখা ময়লা তেলে জলে
আটপহুরে কাপড় পরে' অম্‌নি এসো চলে।
নখ গেছে ক্ষয় বাটনা বেঁটে,
কুটনা কুটে আঙুল কেটে,
চূন খয়েরে দাগ পড়েছে তোমার করতলে,
শুভ্রতা ত হবেই ধুসর সেবাব্রতের ফলে।

তুলসী তলার মণ্ডলীতে দেব মণ্ডপ মাঝে,
হাত দু'খানি কঠিন হলো মার্জ্জনারই কাজে।
প্রিয়ে তোমার বদননলিন
বহ্নিতাপে স্বিন্ন মলিন,
যজ্ঞ হতে উঠ্‌লে যেন যাজ্ঞসেনীর সাজে।
গৌরবে সই এস, কেন সঙ্কুচিত লাজে ?

'সতীর' অলক লৌহ হয়ে বেড়িল ঐ হাতে,
চঞ্চলা মা ত্রিলোকরমা পড়লো বাঁধা যাতে।
আঁধার চিরে অরুণলেখা
তোমার শিরে সীঁথির রেখা,
অরুন্ধতীর রাঙা পায়ের অরুণ দ্যুতি তা'তে,
জ্বালায় নিতি সন্ধ্যারতি কুটীর আঙিনাতে।

ছদ্মবেশে ঘুরছো বলে চিনবনাক আমি ?
পরশ দিয়ে করলে সোণা আমার নায়ে নামি !

ভাগ্যবতীর পরম রতন
আয়ুষ্মতীর প্রাণের যতন,
শুভ্র শাঁখার স্বচ্ছতাতে চিনছি দিবাযামী,
জানিনা কোন্ পুণ্যফলে তোমার আমি স্বামী।

ধূপত আছে নাইবা হলো রূপার ধূপাধার?
হর্ম্ম্যবিহীন বারাণসী পুণ্য বেশী তার।
পল্লীবনের মল্লীবধূ
রূপ না থাকুক আছে মধু
হেমকমলে কি হবে, নাই গন্ধমধু যার?
কুণ্ঠা কিসের কণ্ঠে যদি নাইবা থাকে হার?

মানসী।

চন্দন-ঘষার গান

দুয়ার খোলগো দুয়ার খোলগো
চন্দন-বন-সুন্দরী।
এনেছি পুষ্প শ্রীফলপত্র
সন্ধান করি বন ভরি'।
শুন ঘন ঘন ঐ শাঁখ বাজে
এখনো যে সতি, রত গৃহকাজে।
পরিতেছ বুঝি কৌষেয় শাটী
গঙ্গার জলে স্নান করি?

গন্ধ-স্নেহের দীপখানি জ্বালি'
ধূপদানে ধূপগুগ্‌গুলু ঢালি,
আনো মৃগমদ পুষ্পের ডালি
দূর্ব্বা তুলসী-মঞ্জরী ॥
তোমার কঠিন কাঠের দুয়ারে
করি করাঘাত—শুন, বারে বারে,
পূজার বেলা যে বহে' যায়-যায়
রুষ্ট যে হবে শঙ্করী ॥

পরিচারিকা।

ভারত-রমণী

দিঙ্মণ্ডলে শশিলেখাসমা অজ্ঞান-তমঃ খণ্ডনী—
সূক্তজননী ব্রহ্মবাদিনী ঋষ্যমণ্ডল-মণ্ডনী।
ইন্দ্রে তুষিয়া ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বাঁধিয়াছ তুমি পুষ্করে,
জ্ঞানলোচনের উন্মোচনের লাগি সাধিয়াছ দুশ্চরে।
অমৃত ভূমারে যাচিয়া নিয়াছ পদে ঠেলি ইহ-ক্ষুদ্রেরে
মরণে ডরনি বরণ করেছ নির্ভীক তেজে রুদ্রেরে।
যোগিবরে শুধু জঠরে ধরনি ভূষিয়াছ জ্ঞানসম্পদে,
ব্রহ্ম-বিচারে দিগ্বিজয়ীরে জিনেছ রাজার সংসদে।
ভারতরমণী জয় মা মূর্ত্তা সামসঙ্গীত মূর্চ্ছনা
তিমির-মগ্ন ভগ্ন দেউলে আজো করি তব অর্চ্চনা।

ভৃঙ্গার-চীর-দণ্ড ধরালে স্নেহের পুতলি সন্তানে,
শতেক যোজন করেছ ভ্রমণ ব্রহ্মজ্ঞানের সন্ধানে।
পরম তত্ত্ব-তর্ক বিচারে বিচারিকা হলে গৌরবে,
নাস্তিকমতি—চরণে জুটিল মনীষা-সরোজ-সৌরভে।
তব পদতট চুম্বন করি মহাকাব্যের অম্ভোধি
শুনায় কীর্ত্তি-কীর্ত্তন তব নিখিল বিশ্বে সম্বোধি',
বনকান্তারে প্রাণকান্তের আধ' বসনের অংশিনী,
সুপথ-নেত্রী হিতবিধাত্রী ঋতবতী শুভশংসিনী।
ভারত-রমণী সতী শিরোমণি লোকমাতা, শোকে সান্ত্বনা
দিশি দিশি তব ঘোষিত কীর্ত্তি দেশে দেশে যশোবন্দনা।

রূপ রাজপদ, মান-সম্পদ তেয়াগিয়া, রাজনন্দিনী,
শম সংযম শৌর্য্য তপের অনুরাগে হলে বন্দিনী।
শীর্ষে ধরেছ কুটীরাঙ্গণে ধূলিমাখা দীনমঙ্গলে।
অন্ধ হৃদয়-বন্ধুর লাগি বেঁধেছ নয়ন অঞ্চলে।
একাধারে সখী, গৃহিণী, সচিব, শিষ্যা ও দেবী বন্দিতা
পতিরো বন্দ্যা, তোমার পূজায় সর্ব্বদেবতা নন্দিতা।
গৃহে গৃহে অপবর্গফলদা তুমি শরীরিণী জাহ্নবী
সতী-ধর্ম্মের অরাতি মর্ম্মে হান' ভীমশূল, ভৈরবী।
ব্রহ্মচারিণী ভারতরমণী মুক্ত-লালসা-বন্ধনা
গহনমগ্ন মন্দিরে তব আজো গাহি গুণ বন্দনা !

পতিসহ তোমা চিতায় বহিয়া ধন্য দেবতা বহ্নি যে
তোমার শুদ্ধি পরখ করিতে আরো বিশুদ্ধ হ'ন নিজে।

নিখিলজগৎ শীর্ষে ধরেছে তোমার গণিত-জল্পনা।
কল্প-লতিকা, সাধনা-নায়িকা, জাগাও কবির কল্পনা।
জিনেছ শমনে মকরকেতনে অয়ি জয়শ্রী মণ্ডিতা
প্রকৃতি-পালনে, শাসনে, ব্যসনে, রণে রাজ-নীতি-পণ্ডিতা।
ভবন-কমলা, নবনী-কোমলা, পুণ্যবিমলা অন্নদা,
শৌর্য্যপালিনী ধৈর্য্যশালিনী বসুধার মত রত্নধা।
ভারতরমণী জয়মা মূর্ত্তা হরিকীর্ত্তন-মূর্চ্ছনা
তোমার কীর্ত্তি স্তক্ত গাহিয়া ভক্তিতে করি অর্চ্চনা।

পরিচারিকা।

বসন্তসেনা

কুলটা ভবনে লভেছ জনম সাধকরে' ত্যাগ করনি কুল,
সমাজধর্ম্ম পদে দলে' তুমি দয়িতে তেয়াগি করনি ভুল।
সতীর স্বর্গ ত্যজি কলঙ্ক-পঙ্কে নামনি হে স্বৈরিণি!
পঙ্কেরি মাঝে জন্ম তোমার, পুণ্যসুরভি পঙ্কজিনী।
কামকলাকেলিকুতূহলমাঝে জনমি কাননা-অন্ধ নও,
তুমিত কামের কিঙ্করী নহ, তুমি বুঝি তার ভগিনী হও?

অন্নের লাগি ওগো কিন্নরি! অবরেণ্যেরে বর'নি গেহে
সম্পদ তব নহেত কাম্য, স্বর্ণের খনি তোমার দেহে।
যক্ষের ধন লুণ্ঠি এনেছে তোমার কণ্ঠ, তোমার বীণা,
রাজরাজন্যে ভৃত্যেরো মত গণ্য করিতে করযে ঘৃণা।

সুপুরুষ বিট, শ্রেষ্ঠী, নটেরা বৃথা লুটে পড়ে তোমার পদে,
মণিউষ্ণীষ পাদপীঠ তব, স্তব নাহি শুন' গর্ব্ব মদে।
গজবাজি বাঁধা মর্ম্মর দ্বারে কূজে পারাবত রজতধামে।
হর্ম্ম্য তোমার চিত্রসেনের প্রাসাদ যেনগো মর্ত্ত্য ধামে।

কিসের অভাবে, বিষের বেদনা ? এলোকেশে কেন গৌরবিনি
শিলাকুট্টিমে লুটে লুটে চোখে ঝরাইছ শোক-মন্দাকিনী ?
কনক হয়েছে পাবকের সম, রজত, হয়েছে ফণীর লালা,
বৃশ্চিকসম দংশিছে হৃদি হীরাগজনিধি মণির মালা।
রত্নের ধূলি চোখে দিয়ে তব করিল বিধাতা প্রবঞ্চনা,
নারী-জীবনের পরম কাম্য—পাওনি প্রিয়ের প্রেমের কণা।
সেবক-শীর্ষ নত হয় যত তোমার অরুণ চরণ তলে,
প্রিয়তম পদ সেবিতে ততই প্রাণ গলে তব নয়ন জলে।

কল্পলতিকা ছড়ায়ে মুকুতা সারারাতি লুটো ধরণীতলে,
নির্ব্বাক নবযৌবন তব তনু-মণিদীপে বৃথাই জ্বলে।
বহনের দুখ সহন কঠিন ত্যাগের সুখ যে সুখের সার,
কতদিন ব'বে ওগো পূজারিণী দাসী-জীবনের অর্ঘ্য ভার ?
দানে-দীন হয়ে দুলালে যেজন মাটির খেলানা দিয়াছে তুলি'
শেষসম্বল উত্তরীয়টি স'পেছে তোমায় আপনা ভুলি',
সুমেরুসমান বিত্ত তোমার দুহাতে বিলাতে পারিবে যেবা,
জানি, চাহ দেবী, সেই দেবতার চরণযুগল করিতে সেবা।

সঙ্গীত তব বেদনাকরুণ রচেছে উদাস মোহন মায়া,
রভসতৃষার মরীচিকা মাঝে ঘনায়ে তুলেছে গহন ছায়া।

বিদায়

বিগত যামিনীর হর্ষসুষমার
মিলন-মেলা অই মলিন ম্লান,
নিদয় হয়ে তোরে হৃদয় হতে তুলি
বিদায় দিতে তার বিদরে প্রাণ।
সানাই বিনাইয়া করুণ তান তুলে,
দারুণ নিপীড়নে অরুণ আঁখি ফুলে,
এমনি একদিন মালিনী-আশ্রমে
ঋষিরও চোখে এলো অশ্রুবান,
আমরা গৃহী হায় তনয়াবৎসল,
মায়ায় দুর্ব্বল মুহ্যমান।

বৎসে প্রাণোপমা ভবন-রমাসমা
কেমনে র'বগো মা তোমারে ছাড়ি ?
হোলীর পরদিনে শূন্য দোলতলা
আবিররাঙা যেন, এঘর বাড়ী।
এ গৃহে প্রতি রেণুকণিকা তুমি-মাখা
চরণরেখা তব আঙিনাভরা আঁকা,
রোপিত লতিকারা লুটাবে স্নেহহারা
কুকারি হবে সারা সাধের সারী।
তোমারি করে সাঁজে বাতিটি জ্বলিবে না,
প্রভাতে ঝরিবেনা ঝারির বারি।

বিদায় দিতে হবে, এখানে কেন রবে ?
দেউলে বরণীয়া সেখানে তুমি,
হেথাত নাই সাথী এ তব খেলাপাতী,
এ তব নহে ব্রতসাধনা-ভূমি।
মোদের গৃহ হেথা আঁধার হবে, হোক্‌,
তোমার প্রেমে সেথা জলুক হেমালোক,
হৃদয় টুটে তবু বিদায় দিতে হবে
নয়নজলে চাঁদ-ললাট চুমি।
এখানে নন্দিনী আদর-নন্দিতা,
বন্দ্যা মন্দিরে সেখানে তুমি।

যাহার শ্রীচরণে অর্ঘ্য দিনু তোমা
পরাণ হতে সেযে পরমপ্রিয়,
এ ভব-অর্ণব উত্তরিতে সদা
ধরিয়া থেক তাঁর উত্তরীয়।
লভুক শুভ, তব সেবায় জীবলোক,
সতীর যশে গাঁথা শুভ্রদ্যুতি হোক।
দুঃখে দুর্দ্দিনে দুঃস্থ দীন হীনে
শান্তি-সান্ত্বনা সতত দিও,
পরম দুর্ল্লভ জীবন-বল্লভ-
চরণপল্লবে শরণ নিও।

প্রাণের সাধ যাহা তোমার হোক তাই,
ইহার বেশী কি মা আশিস-বাণী ?
যশের জ্যোছনায় রসের ঝরণায়
ভর'মা সংসার, চাঁদের রাণী।
হ্রী তব হোক ভূষা, শ্রী হোক্ অবিচলা
হোক্ ধী-মণ্ডিতা তোমার চারুকলা।
সতত আশ্রিত দুখীর অশ্রুতে
আর্দ্র রহে যেন আঁচল খানি,
তোমারি শির'পরে যেন মা চিরতরে
বিরাজে বিধাতার অভয়পাণি।

উপাসনা

বহুরূপী

বিশ্বপতি,—বিশ্ব ভরি তোমায় ঢুঁড়ে মরি
ডাকি সদাই 'কোথায় তুমি দাওহে দেখা মোরে,'
হঠাৎ যদি এস কোনো মূর্ত্তিখানি ধরি
ভাব্‌তে মনে শঙ্কা লাগে, বরবো কেমন করে'।
কোন্ রূপে যে আসবে তাহার কিছুই নাহি জানা,
বহুরূপী,—তোমার রূপের ঠিকঠিকানা নাই ;—
হারাবোকি ক্ষেপা যেমন পরশ পাথর খানা
হারিয়ে ফেলে বাকী জীবন খুঁজলো ফিরে তা'ই ?

কাঙাল হয়ে এসে—যদি ছেঁড়া কাঁথার ঝুলি
কাজের সময় দুপুর বেলায় পাত' আমার দ্বারে,
কেমন হবে—যদিই আমি নিঠুর বাহু তুলি
চোখ রাঙিয়ে দিই তাড়িয়ে পথের পর পারে?
কুষ্ঠী হয়ে এসে যদি আলিঙ্গিতে চাও
শুয়ে পড় আমার খাটের নরম গদিটিতে!
কেমন হবে যদিই বলি 'আরে রে দূর যাও,'
ভৃত্যে কহি হাঁসপাতালের পথটি দেখাইতে?

ভৃত্য হয়ে এসে—যদি নিত্য করো ক্ষতি,
করি পীড়ন তাড়ন তোমায় ত্রুটীর অজুহাতে;
শত্রু হয়ে করলে পরখ আমার মতি গতি—
একটী ঘাতের শোধ-যদি দেই শতেক প্রতিঘাতে!
তাই বলি নাথ দেখতে তোমা চাইব না আর আমি
যদি কভু তোমার দেখার-যোগ্য নাহি হই।
ধরতে যেদিন পার্‌বো বুকে সর্ব্বভুতে, স্বামি
ডাক্‌ব সেদিন জোরগলাতে "কোথায় তুমি, কই?"

মালঞ্চ

মঙ্গল-চণ্ডী

"ওগো গৃহস্থ,—মাতা মঙ্গলচণ্ডী এসেছে দ্বারে,
পূজা দাও ওগো—চির শুভ হবে তোমাদের সংসারে।"
সিন্দুর-মাখা—পুত্তলিকায় ঝুলাইয়া ঐ বাঁকে
কাঁসী বাজাইয়া, দেখ দেখ, আহা দ্বারে-দ্বারে কেবা হাঁকে।

দুই মুঠা চাল দুইটী-সুপারি দাও দাও ডেকে ওরে
ওর ডাকে প্রাণ চমকিয়া উঠে থম্‌কি কেমন করে' ?
কাঁশীর আওয়াজে কার গলা যেন সকরুণসুরে বাজে,
বুঝি—সিন্দুর-ছন্দে দোলায় ছলনাময়ী মা রাজে।

বঞ্চক বলি দূর করি ওরে—করিওনা বঞ্চিত,
হীন যাজ্ঞারে ধর্ম্মের নামে করেছে সে উন্নীত।
দেবতারে তুমি কর যে ভক্তি, কৃপা কর' অভাগায়,
এ খ্যাতি তোমার অক্ষয় হোক ক্ষুণ্ণ করোনা তায়।
কর'না বিচার দেবতার নামে দুই মুঠা তুলে দিতে
ঠিকঠিকানায় পৌঁছিবে, যাবে জননীর বেদীটিতে।
একলা আসিলে পাছে তুমি তারে পথে দাও দূর করি'
আসিয়াছে তাই ভিক্ষা মাগিতে মায়ের আঁচল ধরি'।

দীন দুলালের কর ধরি দেবী অতিথি তোমার দ্বারে,
কাঙালে তাড়ায়ে ভ্রম ক্রমে তুমি তাড়ায়ে দিওনা তাঁরে।
ওগো চণ্ডীর সুখীসন্তান!—তব ভাণ্ডার ঘরে
অনেক ছেলের গ্রাসাচ্ছাদন গচ্ছিত থরে—থরে।
যত কর ব্যয় তার মাঝে জেন', সব হতে খাঁটী তাই
যে দুটী মুঠায় প্রাণে বেঁচে যায় ফকির ভিখারী-ভাই।
যারি ধন তুমি তারে কর দান,—তবু হয় লাভ ধ্রুব,
—তনয়-কণ্ঠে মায়ের আশিস বণ্টন করে শুভ।—

উপাসনা।

অন্তর্দ্ধান

বনের মাঝে লুকিয়ে গেল আমার মানস উর্ব্বশী,
অভাগা এ পুরুরবার আশার—সুমধুর শশী।
অধর পাকা বিম্বফলে,
চরণ দুটী থলকমলে,
চুলগুলি তার মিলিয়ে গেল তলাল ঝাউয়ের কুঞ্জবনে।
তাহার ভূষার শিঞ্জ-রণন—ভৃঙ্গকুলের গুঞ্জরণে।

অঙ্গ তাহার লতিয়ে গিয়ে জড়ালো কোন বৃক্ষ'পরি,
মুখের বাণী, পাখীর গানে মুখর, বন-বক্ষ ভরি'।
কিসলয়ের তাম্র-রাগে
আঙুলগুলি রম্য জাগে।
তারুণ্য তার উঠলো ফুটে নিখিল তরু-বল্লী-প্রাণে,
লতায় পাতায় দুকুল দুলে, নুপুর বাজে ঝিল্লীতানে।

মনের মাঝে লুকিয়ে গেল আমার মায়ার অপ্সরী।
নয়ন ভরে' পাইনা তারে, ফিরে না সে রূপ ধরি'।
চুলগুলি তার গভীর কালো
নিরাশাতে তাই মিলা'লো,
রক্তচরণ,—উঠলো ফুটে শোণিতঝরা যন্ত্রণাতে,
হৃদয় তাহার পরশ তাহার জাগছে বৃথা-সান্ত্বনাতে।

লাবণ্য তার,—মোহ হয়ে ফেল্‌লে মোরে অন্ধ করি,
তাহার হাসির ফেনায় ফেনায় উঠলো হিয়ার রন্ধ্র ভরি।
স্বপন হয়ে—নীলাম্বরী
আছে আমার জীবন ভরি'
অঙ্গ তাহার ভঙ্গী তাহার সঙ্গ তাহার লক্ষপাকে
হয়ে স্মৃতির নিবিড় লতা জড়ালো এই বক্ষটাকে।

প্রবাসী।

সঙ্গীতসুন্দরী

কণ্ঠের অচ্ছোদহ্রদে সোপানে সোপানে,
কনক-কঙ্কণ ক্বা'নি' কে অই কিন্নরী,
উঠে তীরে ঢালি জল কল কল তানে
নামে ফিরে ভরিবারে সোণার গাগরী।
একি খেলা সারাবেলা মিছে উঠা নামা,
বুদ্ধিজীবী দেখে বলে 'এ নারী পাগল।'
বিষয়ী, ভৃত্যেরে কহে 'থামা ওরে থামা'
ভাবেন সমাজপতি,—'কুলটার ছল'।
ভেকেরে জড়ায়ে ফণী—ফণা তুলে চায়,
তার শিরে ছায়া রচি নাচিছে ময়ূর,—
মরাল,—মৃণাল ত্যজি দিগ্বিদিকে ধায়,
তটে তটে বাজে জলতরঙ্গ মধুর।—
লাক্ষারাগে ফুটে লক্ষ প্রেমের নলিন,
আনন্দ মূর্চ্ছনে লুটে কবি-মনোমীন।

প্রবাসী

বৌ-কথা-কও

রে নিদয়ে, রে পাষাণি, আজো তোর গলিলনা হিয়া,
কহিলি না কথা হায় চাহিলি না আজিও ফিরিয়া ?
কতযুগ কল্প গেল কি দুর্জ্জয় অভিমান তোর,
কত রবি এল গেল কতনিশি হয়ে গেল ভোর,
দয়িত যাচিল দয়া পদ্ তলে,—হয়ে কৃতাঞ্জলি
'অনিদান অভিমান মুঞ্চ প্রিয়ে মুঞ্চ প্রিয়ে' বলি',
কাতর কাকুতি করি নিরাশায় ত্যজিয়া পরাণ,
পক্ষিজন্ম লভি আজো ভাঙাতেছে তব অভিমান।
ওগো বধূ কথা কও ক্ষুদ্রকণ্ঠ গেল যে বিদরি—
যাহা খুশী দণ্ড দাও, অয়ি চণ্ডি পাষাণী সুন্দরী।
কথা কও কথা কও সৃষ্টি যেগো যাবে রসাতলে,
দেখাদেখি গৃহে গৃহে যদি হেন অভিমান জ্বলে।

মানসী।

জলরাণী

মকরপতির ককুদে বসিয়া ভুলে
সলিলের মহারাণী।
হ্রদনদনদী-গদ্‌গদ্ নাদে তার
মুখরিত রাজধানী।

দশন হইতে হাসিলে মুকুতা ঝরে,
অধরের রাগে—বিদ্রুম-দ্বীপে ভরে,
কথাটী কহিলে চলে সম্ভ্রমে ডরে
স্রোতে পোতে কানাকানি।
তারার দীপালী নাচায়ে আরতি করে
দিগন্তে—ইন্দ্রাণী।:

নক্র করিছে বক্র করিয়া গ্রীবা
আদেশের অবধান।
দিক্‌করিকরে রচিত তোরণে কিবা
বৃংহন—জয়-গান।
শিরে তরঙ্গীর বিতান প্রতান ওড়ে;
শীকর-নিকর-জনিত জড়িমা ঘোরে,
চঞ্চলানিল,—অঞ্চল তার ভরে'
কল কল তুলে তান।
মৃণালতন্তু-দুকূলের নাই তার
কূলে কূলে অবসান।

শফরী-নয়নে কাজল এঁকেছে দীঘি
পরাণের কালিমায়।
বরুণছত্র বারুণী ধরিয়া রয়
সঘন গগন গায়।

সারসবৃন্দ ব্যজন করিতে ছুটে,
ইন্দীবরের চামর,—চঞ্চুপুটে।
চরণসকাশে মরাল-দুতেরা জুটে,
বার্ত্তা বহিয়া ধায়;
মীনগুলি রচে বেড়িয়া বেড়িয়া কটি
মঞ্জুল মেখলায়।

বারিকুঞ্জর কুম্ভ ভরিয়া আনে
তীর্থের জলে নিতি,
তিমিরাজ করে সলিলোচ্ছ্বাসদানে
অভিষেক যথারীতি।
তপনবিম্ব-ললাটিকা শোভে ভালে,
অঙ্গরাগের সুষমা ইন্দু ঢালে
বলাকামালিকা গলে দুলে, শৈবালে
কল্পিত তার সীঁথি,
নত-কন্ধর সিন্ধু-তুরগ-গণ
গাহে বন্দনা গীতি।

অর্পে সাদরে ভূধর-লক্ষ্মী তার
গৈরিক উপায়ন।
ক্ষেত্রকানন পত্রপুষ্প-ভার
করে পায় নিবেদন।
জননীর চুমা, ব্যজনীর বায়ু, ছায়া,
লভেছে দিঠিতে সরল তরল কায়া,

বুলায়ে তপ্ত আঁখে অঞ্জন মায়া
ঘুমে করে নিমগন।
স্নিগ্ধ চরণ-অরুণ-বরণে ফুটে
মুগ্ধ সরোজগণ।

গম্ভীরধম কম্বু একটি করে—
ঘোষিছে বিজয়বাণী ;
বরাটকময় মঞ্জুষা মণিভরা—
ধরেছে অন্য পাণি।
ক্লিষ্ট ললাট তাপজ্বালা রাখে পায়
তরুছায়াময় মরু, তার করুণায়,
ত্যজি বিদ্রোহ হুতাশন ক্ষমা চায়
চির পরাজয় মানি'।
বরাভয় লয়ে,—রাজে মঙ্গলময়ী
গৌরবে বরুণানী।

প্রবাসী।

মণিকারের প্রতি

ক্ষুদ্র হাতুরিটি হাতে শুধু রাত্রিদিন
দীপ জ্বালি' অন্ধকোণে ওগো মণিকার!
অক্লান্ত, একান্তচিত্ত, মুগ্ধ, শ্রান্তিহীন
সন্তর্পণে গড়িতেছ হেমচন্দ্রহার।

ওগো শিল্পি! কল্পনার প্রীতি অনুরাগ,
আকুতি, মাধুরী সুধা বিন্দু বিন্দু করি'
ঢালিতেছ। ক্ষুদে' ক্ষুদে, প্রতি ক্ষুদ্রভাগ,
আজন্মসঞ্চিত অর্ঘ্যে দিছ ভরি ভরি'।
একি শুধু তুচ্ছ তব দগ্ধোদর লাগি?
একি শুধু শুষ্ক শীর্ণ মুদ্রামুষ্টিতরে?
লভনি কি তৃপ্তি-সুখ ওগো অনুরাগি,
রসের নির্ঝরে—মর্ম্মকুহরে কুহরে?
প্রেমিকের অকৃত্রিম আনন্দের ধারা,—
সাধনায় করেনি কি তোমা আত্মহারা?

ভারতী

পাঁচ মিনিটের কর্ত্তা

আজকে বসি' ঠাকুরদাদার কেদারায়,
খোকা আমি গিয়াছি তা' ভুলিয়া,
ছোঁয় না মাটী, দুলাচ্ছি তাই দু'টি পায়
খবরের এই কাগজ খানা খুলিয়া।
চশ্‌মাটা তাঁর, কাণে দিছি লাগিয়ে
চোখ ছাড়িয়ে নাকের'পরে ঝোলে যে।
গুড়গুড়িটার নলটা নিছি বাগিয়ে,
লাগ্‌ছে নাকি ঠাকুরদাদা বলে' হে?
কে আছ হে, এস দেখি এ দিকে,
তামাক দিতে বলনা রামনিধিকে।

সাদা কাগজ সাম্‌নে এত, কি লিখি ?
পটলা কেন জট্‌লা করিস ওখানে ?
রোকা নে, যা,—পান্তোয়া আর জিলিপি
গাম্‌লা ভরে আন্‌ত গিয়ে দোকানে।
হাসছ মাখন ? মেজাজ আমার জান না
এক্ষণি যে পারি তোমায় তাড়াতে।
শাল জোড়া আর লাঠিটা ছাই আন না ?
যাব একবার বেড়াতে পূব পাড়াতে।
চালাও আজি ঢালাও পোলাও খিচুরী
হবে নাক অভাব কোনো কিছুরি।

ডাকের চিঠি রাখবে আমার দেরাজে,
জবাব টবাব লিখব আমি দুপরে।
[গ্রাহ্য মোটেই কচ্ছেনাক এরা যে
কড়া শাসন চাই ইহাদের উপরে।]
পাওনাদারে বল্‌বে 'কিছু পাবে না,'
দেখলে গাড়ী বল্‌বে দোরে থামাতে,
নাপিত এলে আজকে ফিরে যাবে না
গোঁপদাড়িটা হবেই আমায় কামা'তে।
যাচ্ছ কোথা ? হয় না বুঝি কেয়ার, এঃ ?—
দেখছো না—যে বাবু তোমার চেয়ারে ?

পাঁচ মিনিটের কর্ত্তা

ঠাকুর দাদা যদিই পড়ে আসিয়া
ভাবছো বুঝি, হব বেকুব বোকাটি ?
হাত বুলিয়ে বলবো আমি হাসিয়া
'এ-ঘরেতে গোল করো না খোকাটি।
একশতবার মক্‌সো কর লেখাটা
মাধব খুড়ো আসবে তোমা পড়া'তে
আজকে যে চাই নামতাঘোষাশেখাটা
নইলে প্রহার আছে তোমার বরাতে।
পাকা চুল মোর তুল্‌তে বাবার মামাকে
ডাক্‌তে না হয় পাঠিয়ে দিও রামাকে।

রোদে রোদে আজ হবে না বেড়ানো,
ঘরে বসে' ছবিই আঁকো শেলেটে।
হবে না আম কুড়ানো, নাই এড়ানো
দুধ খাবে আজ চেলে চায়ের পেলেটে।
পাড়ার যত দুষ্ট ছেলে বকাটে
সঙ্গে মিশে বদ্‌মায়েসী শিখালে।
দুপুর বেলা বন্ধ রবে কপাটে।
ছুটি পেলে পড়লে বেলা বিকালে,
ছাদের পরে উড়িয়ে দিবে ঘুড়িটি
সঙ্গে শুধু থাকবে দিদি-বুড়িটি।'

শিশু

মনোবিজ্ঞানের ধারা

ছাত্রাবাস-কক্ষে বসি রাত্রি হলে ভোর
মনোবিজ্ঞানের রুক্ষ নীরস কঠোর
অংশগুলি পড়িতেছি। ধরি ক্ষীণ আলো
করোটি-গুহার মাঝে অন্ধকার কালো
গুহ্যরন্ধ্র-কূপে কূপে বেড়াতেছি ঘুরি'
স্নায়ুমণ্ডলের ক্ষেত্রে খনি খাত খুঁড়ি
চুঁড়িতেছি তত্ত্বরত্ন—সত্য মহামণি,
পেশীপুঞ্জে আকুঞ্চন প্রসারণ গণি'।

হেন কালে প্রজাপতি বাতায়ন দিয়া
পুঁথির চিত্রাঙ্ক' পরে বসিল উড়িয়া,
বিশ্লিষ্ট বিন্যস্ত চিন্তা একটি নিঃশ্বাসে
উড়ে গেল পতঙ্গের অঙ্গের বাতাসে।
সানা'য়ে উঠিল বাজি সাহানা রাগিণী
ঘনায়ে জাগিল নেত্রে বাসন্তী যামিনী
কূজন গুঞ্জনময়ী।—লাজ বরষণে
বাজিল মঙ্গল-শঙ্খ—কল-হরষণে,
চন্দন-কস্তুরী—ধূপ-সুগন্ধ-বিস্তারে—
পূর্ণকুম্ভে, পুণ্য বৃক্ষে, মঙ্গল আচারে
হুলু হুলু কোলাহলে কঙ্কণ নিক্কনে,
ভরিল কল্পনাকুঞ্জ হারিদবরণে।

তারপর ধীরে ধীরে সন্নত নয়নে
কে আসে ও আলিম্পনামণ্ডিত প্রাঙ্গণে ?
পল্লবিনী সঞ্চারিণী লাবণ্য-লতিকা
সালঙ্কারা, হস্তে লয়ে মল্লিকা-মালিকা
অশোক পাটল পুঞ্জ ফুটাইয়া পায়
কে বালিকা নিশান্তের দীপসম চায় ?

তারপর শুভদৃষ্টি—প্রাণ-বিনিময়
সাতপাকে শতপাকে জড়িত হৃদয়।
তারপর সে পরশ মনোরসায়ন,—
শ্রীখণ্ড বিলেপসম স্নিগ্ধ বিনোদন।
পুলক-প্ররোহময় হলো অঙ্গতরু
শ্যাম স্বপ্নে ভরে গেল জীবনের মরু।
সমগ্র নিখিল হলো প্রফুল্ল পেলব
আবেশে নমিয়া আসে নয়ন-পল্লব।

* * *

কিন্তু একি ! কোথা গেল পরীক্ষার পাঠ ?
কারাগৃহে বসে গেল সৌন্দর্য্যের হাট !
অধ্যাপক ! ক্ষমা কর, কেন রুক্ষ আঁখি ?
নিদেশ পালিতে তব রেখেছি কি বাকী ?
এ জল্পনা, এ কল্পনা—একি মনছাড়া ?
ছাড়িয়া গেছে কি মনোবিজ্ঞানের ধারা ?

অৰ্চনা।

কালরূপ

ভোমরা তোরে কুরূপ বলে ? হলেই বা তুই কালো,
তোর রূপে যে সুন্দরেরই শ্রীমন্দির ঐ আলো।
সুন্দরের বন্দনার লাগি
কুঞ্জ বনে আছিস জাগি ;
অঙ্গটি তোর কুশ্রী বটে,—সুশ্রী যে তুই প্রাণে।
রূপের ভোজে মধুর যাহা
সেবন করিস, মধুপ্, তাহা,
ঢালিস্ পুনঃ মঞ্জুকল গুঞ্জনে—আর গানে।
হলিই বা তুই কালো—
অনিন্দ্য তুই, সুন্দরে তুই বাসিস্ যে রে ভালো।

ও কালো মেঘ, লোচন-রুচির, যদিও তুই কালো।
বুক চিরে—তুই ফুটাস চির সুন্দরেরই আলো।
ইন্দ্রধনুর স্বপন দেখিস,
চন্দ্ররেণু গায়ে মাখিস,
অধীর শিখী নাচে—রে তোর মেদুর পরশনে।
সুন্দরেরই বার্ত্তা কহিস,
যক্ষপুরে পশরা বহিস,
অধরে তোর সুধার ধারা বর্ষণে—আর স্বনে।
কে বলে তোয় কালো ?
সুন্দরেরা স্যন্দনে তোর—পতাকা উড়ালো।

কালরূপ

ওরে গভীর দীঘল দীঘি, হলিই বা তুই কালো,
তোর কূপে যে উঠল ব্যেপে সবার রূপের আলো।
রূপের মোহে মরাল ছুটে,
রূপ ছড়ায়ে কমল ফুটে,
সোম তপনের প্রেম স্বপনে উজল তনুখানি।
রূপসীরা স্নানের ছলে
নোয়ায় মাথা চরণ তলে,
তোর মুকুরে মুখ দেখেরে রূপ-নগরের রাণী।
কে বলে তোয় কালো ?
বনশ্রী তোর আলিঙ্গনে বরাঙ্গ জুড়ালো।

ওরে আঁখি কাজল বরণ, যদিও তুই কালো,
তোর বিহনে গভীর আঁধার, বহ্নি রবির আলো।
সুন্দরের এ সৃষ্টি শোভন
তুই করেছিস দৃষ্টিলোভন,
চাঁদ তারকা মাগে জীবন তোর তারকার দোরে।
তুই অনিমিখ, রূপের পানে,
মুদে থাকিস্ রূপ ধেয়ানে।
শ্রীদেবতা রসাঞ্জনের অর্ঘ্য দিল তোরে।
কে বলে তোয় কালো ?
শিল্পীরা সব কটাক্ষে তোর কল্পনা ছুটালো।

ভারতী।

মরণ মঙ্গল

(ম্যাথু আর্ণল্ড)

ঢাল' ফুল কুঙ্কুম চন্দন,—আর যাহা মধুরমঙ্গল—
শ্রান্তিশেষে শান্তি লভি সেযে সুখী, তার সাধনা সফল।
বিশ্ব তার হাস্ত চেয়েছিল হাস্তে সেত ভরে' দেছে তায়
হর্ষভরে হৃদি ক্লান্ত আজি দিনান্তের শান্তিটুকু চায়!
শোক-তাপ-ঝড়-ঝঞ্ঝা মাঝে উড়ে ঘুরে অবসন্নতায়,
পাখাদুটি হইল অবশ,—লভিয়াছে শান্তির কুলায়।
সঙ্কীর্ণ দেহের কক্ষে রবে রুদ্ধশ্বাস তার আত্মা কেন?
মৃত্যুর বিরাট পরিষদে নিঃশ্বসি' জুড়াল আজ যেন।

প্রতিভা।

শেষের দিন

(জালালুদ্দিন রুমী)

অন্তিমশয়নে হেরি, করোনাক হাহাকার প্রিয় বন্ধুগণ!
সমাধি খনিতে দেখি মায়ামূঢ়, ভ্রমভরে করোনা রোদন।
যেদিন সকলে মিলি উল্লাসে করিতেহবে মহামহোৎসব
সেদিন ললাট-বুকে করহানি' হাহুতাশ করে কি বান্ধব?
আমার প্রিয়ের সহ স্বরগীয় মিলনের হবে নাট্যলীলা,—
অনধিকারীর লাগি' বিরচিবে যবনিকা সমাধির শিলা।
যখন প্রিয়ের গৃহে,—বিজয়মঙ্গলগান হইবে আমার,
সে কেমন হবে বন্ধু, তখন তোমরা যদি কর হাহাকার?

ভারতী।

আত্মদান

(জালালুদ্দিন রুমী)

ওগো সুন্দর রথিবর,——ওগো সুন্দর শিকারী,
আঁখি-বাণে বিঁধ হৃদয়-হরিণ মানস-কাননবিহারী।
বঁধু,—নিশিনিশি তোমা লাগিয়া
শুধু,—তারকার মত জাগিয়া,
তনু মন ক্ষীণ, হয় দিন দিন তব পথ পানে নেহারি',
মগন কর' হে তোমার কিরণে হে রবি গগন-বিহারী।
প্রভু,—তব উদ্দেশে ছুটিয়া
কভু,—বনপ্রান্তরে লুটিয়া,
এ নদী, কান্ত,—হয়েছে শ্রান্ত, চরণ-প্রান্ত-ভিখারী,
উদ্বেল চল কল্লোলে টান'—উল্লোললীলা-বিহারী।
ওগো সুন্দর রথী,—ওগো সুন্দর শিকারী
তব প্রেমজালে বন্ধন কর চঞ্চল চিত আমারি।

ভারতী।

সন্ধ্যাকালী

আজ বরষার দিবসশেষে তোমার পূজা সন্ধ্যাকালী,
শ্মশান রচে অর্ঘ্য তোমার উল্কামুখীর দেউটি জ্বালি',
ধূপ জ্বালে ঐ আলেয়াতে,
নৃ-কঙ্কালে,—মাল্য গাঁথে,
চিতায় চিতায় হোম করে সে মজ্জাবসার আজ্য ঢালি'।

বিদ্যুতেরি খড়্গাঘাতে পশ্চিমাকাশ-যূপাঙ্গনে।
কালো মেঘের মেষ মহিষের রক্ত ছুটে প্রস্রবণে।
দুলছে তমালঝাউয়ের চামর,
তুলছে সমীর তুমুল ডামর,
কল্পিত অই নীপ্ যূথীতে শ্বেতাব্জে নৈবেদ্য-থালি।

খদ্যোতেরা ভোগ আরতি জ্বালে জবার রক্ত শাখে,
দাদুরী দেয় হুলুধ্বনি ঢাক বাজে ঐ মেঘের ডাকে।
বিল্ববনে,—ঝিল্লী নিকর,
বাজায় পূজায় কাঁসর ঝাঁঝর,
অট্টহাসে,—পট্টবাসে,—নদনদী দেয় করতালি॥

ভারতী।

পল্লীলক্ষ্মী

এস—বঙ্গের উটজাঙ্গনে ফিরে পল্লীলক্ষ্মী জননী।
কল্যাণি, অয়ি মঙ্গলময়ি, উল্লাসে ভরি অবনী॥

আন'মা পুষ্টিসৌষ্ঠব পুন,—আনমা তুষ্টি, তৃপ্তি,
আন'মা স্বাস্থ্য, শক্তি, স্বস্তি,—গণ্ডে অরুণ দীপ্তি।
গেহময় আন' হাসিকলতান, দেহময় তোল' রূপের তুফান,
আন' স্নেহময়ী যশোদার মত দধিক্ষীরসরনবনী॥

হংস-কপোত-কূজনমুখর কর প্রাঙ্গণ-অঙ্ক,—
ধূপসৌরভে, দীপগৌরবে দেউলে বাজাও শঙ্খ।
শোভাও মঞ্চ ফলসম্ভারে, ফুলমালঞ্চ,—অলিঝঙ্কারে,
এস আলিপনা-চারুচিত্রণে বিথারি চরণলাবনি॥

সতীসীমন্তে অক্ষয় কর শুভ সিন্দূর বিন্দু।
স্নেহসিন্ধুর অঙ্কে দোলাও শিশু-নন্দন-ইন্দু।
পার্ব্বণব্রত পর্ব্বপূজার আন' মা দূর্ব্বা দর্ভোপচার,
গন্ধের ডালা, কুন্দের মালা, আরতির থালা, ব্যজনী॥

কুশেকাশেশরে নীবারে পুষ্পে উশীরে শস্পে ধান্যে,
শোভাও ক্ষেত্র,—ভরাও পাত্র পিষ্টক-পরমান্নে।
ফিরুক সরসী স্বচ্ছশীতলা মীনময়ী মীননয়নোজ্জ্বলা,
এস সুপুষ্টা ধেনুগোষ্ঠীতে ভরি গোষ্ঠের সরণী॥

প্রসূনপ্রসবে ঋদ্ধা হউক ভবনব্রততী বন্ধ্যা,
পুন মৃদঙ্গ মন্দিরা রোলে নন্দিত হোক্ সন্ধ্যা।
ব্যায়ামে ব্রহ্মচর্য্যের বলে অশথনিম্ব সর্জ্জের তলে
রচি তপোবন আন' সে পাবন শৌর্য্যযাগের অরণি॥

পুষ্করে বাঁধি ক্ষেত্রসীমায়, এস' দূরে রাখি বন্যা,
বিদ্রুম—মণিমঞ্জুষা করে,—শ্যামসমুদ্র-কন্যা!—
অভ্রকুম্ভে বাজায়ে কাঁকণ, বরিবে শুভ্র দিগ্বধূগণ,
ফিরে এস বাহি' স্বর্ণশিল্প-পরিকল্পিত তরণী।

উপাসনা।

হাফেজের নৈরাশ্য

কি হবে স্মরিয়া চেগিলের সেই গোলাপকলির দিন ?
হৃদয়ের মধু উন্মাদনা যে হয়ে আসে ক্রমে ক্ষীণ।
কে শুনিবে ম্লান হতাশের গান চারিপাশে শুধু চাই,
নিভে আসে দীপ, নুয়ে পড়ে দেহ, কোথাও দরদী নাই।
প্রেয়সীর চোখে নাহি উষালোক, গোধুলিধুসর আজি,
উপলের মত ব্যথিছে কলিজা অশ্রুগুটিকারাজি।
শত্রুর দেশে যাত্রী হয়েছে,—মিত্র আছিল যারা,
নবযৌবন-প্রমোদসৌধ—হয়েছে লৌহ কারা।
যে দীপালী শুধু বিলা'ত রশ্‌নি এবে তা' ঢালিছে কালি,
সখার শপথ বিপথে গিয়াছে বিথারিয়া চতুরালী।
ভন ভন করে শুধু মাছিগুলো মধু নাই মৌচাকে,
একটি কণাও খোশবু নাই এ আতরদানের ফাঁকে।
লক্ষ্যবিহীন দিনগুলি গেছে ব্যর্থ কাজের ঘোরে
জানিনা চামেলি-বন্যা আসিয়া কখন গিয়াছে সরে'।
ক্লিষ্ট জীবন চাপাল পৃষ্ঠে,—জঞ্জাল যত তার,
উষ্ট্রের সম করেছে কুব্জ—ভারের উপর ভার।
কি লাভ করিনু এত বসন্তে নাহি পাই কিছু খুঁজি,
কোরকের শুধু শুকান ওরক্ কাঁটা যে করেছি পুঁজি।
ঘোড়ার লাগাম খসে' পড়ে যায়,—যৌবন এবে ক্ষীণ,
রেকাবের পরে টলিয়া কাটিবে শেষের কয়টা দিন।

পরিচারিকা।

কমলার কৃপা

রাজেন্দ্রেরা দুন্দুভিনিনাদে সম্বোধন করে দম্ভভরে,
তাই শুনে চঞ্চলা দেবতা এস তার রত্নাসন' পরে।
বণিকেরা করে তূর্য্যনাদ, চাটুস্তুতি-প্রশস্তি গাহিয়া,
গঞ্জে তার এস ব্যস্ত হয়ে,—পণ্যভরা তরণী বাহিয়া।
রক্তস্নাত অসি আন্দোলিয়া দস্যু ডাকে ভেরীর গর্জ্জনে
ইন্দিরা বন্দিনী হয়ে রও আনন্দেই তাহার ভবনে।
কৃষকের নাই আড়ম্বর শীর্ণশঙ্খে দীন আবাহন
পশেনাক তোমার শ্রবণে তার ক্ষীণ করুণ বোধন।
ছিলে যবে ক্ষুদ্র বালিকাটি ছিলে যবে সমুদ্রের গেহে,
খেলেছিলে শঙ্খগুলি নিয়ে অঙ্কে চুমি সন্তানের স্নেহে,
আজি বুঝি হয়েছ তরুণী,—তূরী ভেরী হরিয়াছে মন
শ্রুতিপুটে পশেনাক তাই সে শঙ্খের দীন আবেদন।

উপাসনা।

সত্যভারতী

মাগো—তোমার চরণ-জ্যোতি'-শলাকায় ফুটাও তাদের আঁখি,
যারা—শুধু ভান করে, চিনেনা তোমারে স্বার্থ তিমিরে থাকি।
ভূমারে তাহারা হেলায় ঠেলিয়া
বিরাট—মহান্—ক্ষুদ্রে ফেলিয়া
তুচ্ছ ক্ষুদ্রে উচ্চ গণিয়া,—নাচিছে মাথায় রাখি'।

পূর্ণেরে তারা জানিতে চাহেনা,—খণ্ডেরে ভাবে পূর্ণ।
বক্ষে ধরিতে না পারি' সমূহে করিবারে চায় চূর্ণ।
শাশ্বত ধ্রুবে—দূরে পরিহরি'
অনৃত অসারে রয়েছে আঁকড়ি,
তেয়াগি সত্যে,—ভূষণ করেছে, ভূয়ো ভণ্ডামি ফাঁকি।

বিধাতার হতে পরম বিধাতা নিজেদের করে গণ্য
ঋষিকবন্ধে—ছাগের তুণ্ডে,—অর্চ্চিয়া হয় ধন্য।
তুমিযে জননী নিখিল জননী
নহে নিজ গৃহ অখিল অবনী
মহামানবের অরাতিগণেরে একথা বল'মা ডাকি।

পরিচারিকা।

রুদ্রবরণ

ক্ষুদ্র মোরা তবুও তার রুদ্ররূপে কভুনা ডরি,
বজ্রশিখা বক্ষে ধরে' হাসিয়া গৃহ কক্ষে বরি।
মুণ্ডমালা কণ্ঠে যার তুণ্ডে জ্বালা, খড়্গ হাতে,
মণ্ডপে সে চণ্ডিকারে অর্চ্চি অমাবস্যারাতে।
পিশাচ প্রেত নৃত্য সাথে প্রমথ যথা অট্ট হাসে
শবের হৃদি-আসনে তথা ডাকিতে পারি সর্ব্বনাশে।
ক্রীড়ার তরে অম্বিকারি সিংহটারে টানিয়া নেই,
মকরমুখে গণ্ড রাখি'—গঙ্গাপদে অর্ঘ্য দেই।

পিনাকে জ্যা-আরোপ করি ত্রিশূলে দেই সিঁদুর আঁকি'
নিদ্রা লভি অনন্তেরি হাজার ফণা-ছায়ায় থাকি'।
সহিতে পারি দহন-দাহ যজ্ঞ-ভূমে উগ্রতপে,
তীব্র শুচি-তপন তলে বসিতে পারি লক্ষজপে।
ক্ষুদ্র মোরা তবুও তার রুদ্র তেজে কভুনা ডরি,
বজ্রশিখা বক্ষে সহি আপন গৃহ—কক্ষে বরি।

ডরিব কেন শমনে যদি দমিতে পারি জীবনপণে?
ক্ষতির ভীতি না থাকে যদি, রিক্ত যদি মরণে রণে?
কাড়িতে পারি তারার করকলিত বর আশিস্ যদি
পড়িতে পারি ঝাঁপায়ে যদি হেরিয়া রণ-রুধির-নদী,
নাচিতে পারি ঈশান সাথে পিছল পথে বিষাণ নিয়ে,
পরিয়া মহাশঙ্খমালা করোটি ভরে' গরল পিয়ে,
যুঝিয়া যদি জিনতে পারি অভয় পাশুপতটি তার,
খুঁজিয়া যদি আনিতে পারি পাতাল হ'তে মণির হার,
শায়কে আঁখি বিলেখি', তারে সঁপিতে পারি অর্ঘ্যরূপে,
পশিতে পারি কুণ্ডমাঝে, রোপিতে পারি মুণ্ড যূপে।
ডরিব কেন সকাল ডারি নিজের কিছু না যদি গণি,
পড়িতে পারি চক্রতলে,—ধরিতে পারি নক্র ফণী।
ক্ষুদ্র মোরা তবুও তারি রুদ্রতারে কভু না ডরি
বজ্রশিখা বক্ষে ধরে'—হাসিয়া গৃহ-কক্ষে বরি।

ভারতবর্ষ

হরির দয়া

জানিগো প্রভু তোমার প্রথা ব্যথায় তাই ডরি না,
রমার দয়া—তোমার হেলা, তাহারে যেন বরিনা।
দলিয়ে তুমি পালন কর, জ্বালায়ে তবে কলুষ হর,'
ঠেলিয়া দূরে সরায়ে দিয়ে বিপদে রাখ সদা হে।
পীড়িয়া তুমি পাড়াও ঘুম, দংশি ঠোঁটে খাওযে চুম,
বক্ষে চাপি দোলন দাও, আদরে তোল কাঁদায়ে।

বিঁধিয়া তায় করুণা ঢালো ঘরষি চিত আলোক জ্বালো
বিদারি, বুকে বিতর' জ্ঞান এ ভবপাশ মোচনে।
আঘাতে তুমি জাগাও প্রভু, চোখের পাতা টানিয়া কভু,
মারিয়া তুমি বাঁচাও,—হরি,—মরণহীন জীবনে।
জানিগো প্রভু তোমার প্রথা ব্যথায় তাই ডরিনা,
রমার দয়া;—তোমার হেলা, তাহারে যেন বরি না।

নারায়ণ।

প্রবঞ্চিতা

প্রেমিকপ্রাণের অর্ঘ্যে সেজে হলে ধনীর নন্দিনী
রূপলালসায় কপটকথায় অপ্রেমিকের বন্দিনী।
কার ধনে তার মন ভুলালে? জান কি কোন্ বীরদুলালে
পাঠাল হৃদ্রুধির ধারা তোমার চরণ রঞ্জনে?

কোন মণিকার অনুরাগী গড়লে নূপুর রাত্রি জাগি ?
ঐ শোন তার নামটি বাজে মঞ্জুমধুর শিঞ্জনে।
বুকের স্নায়ুতন্তু জালে কোন্ যুবরাজ অন্তরালে
বসন তোমার বিরচিল ? নাম লেখা কার অঞ্চলে ?
মালাকরের ছদ্ম লভি তোমার বাগে তরুণ কবি
মালা গেঁথে কণ্ঠে তোমার দুলাইল কৌশলে।
সে সব তুমি খোঁজ নিলে না, ওগো ধনীর নন্দিনী,
রসিক সুজন ফেলে,—হলে অরসিকের বন্দিনী।

ভারতী।

প্রিয়ার চিঠি

হাতের লেখা নেহাৎ কাঁচা লাইন হরফ নয়ক সোজা,
কতক কতক যাচ্ছে পড়া কতকগুলো যায়না বোঝা।
বানান-ভুলে,—নানান ভুলে—ব্যাকরণের-শ্রাদ্ধ করা,
এলোমেলো আবলতাবল অনেক বাজে কথায় ভরা।
কোন্ খানে বা লিখতে গিয়ে লেখেনিক লজ্জাভরে,
লিখে আবার কেটে দেছে,—সেটাই বেশী চক্ষে পড়ে।
তবু এ মোর মনের মতন, হিয়ার রতন, প্রিয়ার চিঠি,
তাহার কালো তরুণ আঁখির এ যে হাজার করুণ দিঠি।

চতুরতার আমিষ নাহি প্রিয়ার আতপ অন্নকূটে
মোমের কুসুম নয়ত, এ যে বনের কুসুম পত্রপুটে।

ভাষার ক্ষতিপূরণ এতে ভালবাসার গভীরতায়
প্রতি আঁখর মুখর হয়ে বল্‌ছে মোরে কত কথাই।
এ শুধু তার নয়ক চিঠি—আমিত তার হৃদয় জানি,
আলোছায়ায় কালো সাদায় এ তার হিয়ার ছবিখানি।
সেই আঙুলের পরশ লভি সেই অলকের গন্ধবায়ে
প্রিয়ার আমার অনেকখানি জড়িয়ে আছে চিঠির গায়ে।

কোথায় পাব সাজান ফুল! এ যে আমার শিউলিতলা।
এলো মেলো আল্‌পনা এ,—নাইক এতে শিল্পকলা।
হার ছিঁড়ে এ মুক্তাগুলো ছড়ান যে পথের' পরে,
হারাবেনা একটিও এর পথিক-প্রাণনাথের করে।
ছিন্নমেঘের ভানুর কিরণ,—ইন্দ্রধনু বক্ষে আঁকে,
হিয়ার অমল নীলিমা তার দেখছি রেখার ফাঁকে ফাঁকে।
এ যে আমার প্রিয়ার লিপি তাহার হিয়ার রক্তে লেখা,
মসীর নিকষ-উপল পরে প্রেমের উজল কনকরেখা।

সংকল্প।

চারি অপরাধ

তব মন্দিরে অযুত ভক্ত বন্দিছে নিশি দিন,
আমি তার মাঝে অবোধ অধম অক্ষম দীনহীন,
তব পুরোহিত বলি পরিচয় দিয়া দেবি আপনায়,
বঞ্চনা করি কত জনে আমি অপরাধী, হায় হায়।

কৃপা করি দেছ কমলকাননে পশিবার অধিকার,
সাজী ভরি আমি তুলেছি তোমার শতদল কতবার,
বিভ্রমভ্রমে বিলাস লীলায় করিয়াছি বিনিয়োগ,
কমলমাধুরী তোমায় না দিয়া আপনি করেছি ভোগ।

অমৃতকল্প তব প্রসাদের বণ্টনভার পেয়ে—
গর্ব্বে মত্ত পাত্রাপাত্র দেখিনিক হায় চেয়ে।
তোমার মহিমা বুঝে কিনা বুঝে করিনিক বিচারণ,
শৃগাল কুকুরে তোমার প্রসাদ করিয়াছি বিতরণ।

বিত্তবানের দুয়ারে কতই বহেছি অর্ঘ্য ভেট,
বন্দনা কত করেছি ছন্দে করি মোর মাথা হেঁট,
তোমার পদারবিন্দ-মাধুরী—সিক্তকণ্ঠে মম।
দেবি ভগবতি ভারতি, আমার চারি অপরাধ ক্ষম'।

যমুনা।

প্রদীপের পুনর্জ্জন্ম

আবার মোদের আঁধার আগারে প্রদীপ জ্বলেছে আজ,
আজিকে প্রেয়সি, ঘুচেছে কুণ্ঠা প্রণয়লীলার লাজ।
ঘরের প্রদীপ নয়ন মেলিলে মুদিয়া রহিতে আঁখি,
সঙ্কোচে,—মুখ-পঙ্কজ তব অঞ্চল দিয়ে ঢাকি।
পরিহাস-পটু চটুল নিলাজে নিভালাম মুখবায়
কুসুম-শয়ন-রজনী হইতে নিভিয়া রহিল হায়।

নির্ব্বাণ পেলে জন্ম হয়না, এ-কথা কে-আর শোনে ?
আবার বর্ত্তী লভেছে জনম জ্বলিছে এ গৃহকোণে।

মোদের দোঁহার হৃদয় পাবকে কনক প্রদীপ জ্বলে,
তোমার অঙ্কবেদিকায় তব হৃদি-স্নেহ তায় গলে।
সোনার প্রদীপ জ্বলেছে বলিয়া মাটীর প্রদীপো তাই
সারারাতি জ্বলে, দহে পলে-পলে, আজি বিশ্রাম নাই।
বাছনির লাগি আজিকে তাহার বাড়িয়াছে সমাদর,
কখন জাগিবে উঠিবে সে কেঁদে কখন পাইবে ডর।
সচেতন ঘুম, জাগ' দশবার, রাতে বাড়িয়াছে কাজ,
বহুদিন পরে আবার এ ঘরে প্রদীপ জ্বলেছে আজ।

মানসী

শিশুর প্রতি

সারাটি দিন কি যে কথা বলিস্ অনর্গল
হেথায় 'ও-সব শুন্‌বে কেবা বল ?
যে দেশ হতে এলি' রে তুই সেই মুলুকের ভাষা
হেথায় কেহ বুঝবে কভু,—মিছে সে তার আশা,
যাও মা পারিজাতের বনের কলকূজন ভুলি
শিখতে—হেথায় হবে তোমায় মর্ত্তভূমের বুলি।
মঞ্জুকূজন চলবেনাক বাছা—
এ নয় তোমার কুঞ্জকানন—এ যে তোমার খাঁচা।

সারাটি দিন কিযে করিস খেল্‌নাগুলি নিয়ে
কি হবে হায় বল্‌না ও সব দিয়ে ?
যে দেশ হ'তে এলিরে তুই সেই মুলুকের খেলা
সইবেনা কেউ, চল্‌বেনা ওই হেথায় সারাবেলা।
খেয়ালখেলায় যোগ দেবেকে ? 'ওযে নেহাৎ-বাজে।
কারাগারের মতন হেথায় কাজের শাসন রাজে।
হেথায় লীলা নেইক সুধাভরা
এযে তোমার ত্রিদিব নহে, এযে তোমার ধরা।

পরিচায়িকা।

হাসি

(পারস্তকবির ভাবাবলম্বনে)

যাতনা বেদনা আসুক যতনা কেন,
নির্ভয় চিতে ভুলোনা হাসিতে যেন।
বন্ধুস্বজন,—কৃপায় কৃপণ হয়ে,—
দূরে দূরে সরে' যায় যাবে যাক চলি',
যবে চারিধার ভরিয়া আঁধার আসে,
বিধু,—তারাগণ তখনো যেমন হাসে,
হাসিতে ভাসায়ে সকল তমসা রাশি
অস্ত সাগরে হেসে হেসে পড়ে ঢলি।

সব দ্বার অবরুদ্ধ রইবে, রোক্
হাসির ফোয়ারা শুধু শতধারা হোক্,
যাব প্রাণ দিতে কাঁদিতে কাঁদিতে কেন?
হাসিতে হাসিতে নাড়ী ছিঁড়ে যেন মরি,
গোলাপ যেমন আঁধারে আলোকে হাসে,
শিশিরে বাদ্‌লা বাতাসে পুলকে হাসে,
হেসে হেসে শেষে বোঁটা হতে খসে' পড়ে
লুটোপুটি হেসে ভুঁয়ে যায় গড়াগড়ি।

মোস্‌লেম ভারত।

শান্তিমঠ

আমার কুটীরে এনেছ লক্ষ্মী তোমার দ্যুলোক অলকাভুমি,
দুরিত দৈন্য দুঃখ,—পুণ্য যবনিকা দিয়ে ঢেকেছ তুমি।
আহারবিহারে-সিনানপিধানে বুঝিতে পারিনা আমি যে দীন,
মুছি মালিন্য ক্লিন্নতা, গৃহে করিয়াছ শুচি কলুষহীন।
ধপ ধপ করে বসন ভূষণ তক তক্ করে শয়ন খানি
বাসনকোসনে ঝক্‌ঝক্ শোভা দিয়াছে তোমার পাবনপাণি।
উঠানে সিঁদুর বিন্দু পড়িলে প্রতিকণা তার যায় যে তুলা,
তুলসীতলাটি গোময় লিপ্ত লুপ্ত তথায় বালুকাধুলা
উটজ প্রাচীরে জীর্ণতাগুলি ঢাকিয়াছ পট চিত্র দিয়া,
স্বচ্ছ উজল কাচ সজ্জায় জলে আলো গৃহ উজ্জ্বলিয়া।

জীর্ণ বসনে সূচিকাভরণে নবীন জীবন দিয়েছ প্রিয়ে!
যত দারিদ্র্য-ছিদ্র-বিবর ভরেছ, ভদ্রে,—ঋদ্ধি দিয়ে।

কেমনে শোভাও বহুব্যঞ্জনে কুন্দশুভ্র অন্ন থালা?
সুধাতুলিকা কি অঙ্গুলিগুলি, কোথা হতে সবি মাধুরীঢালা?
রাজআয়োজনো রুচেনা আমার তব শাকান্ন যেমন রুচে,
এযে দেবতার ভোগের মতন, চিররোগীদেরো অরুচি ঘুচে।
যখন যা চাই হাতে হাতে পাই, ওগো জঙ্গমা কল্পলতা,
অমৃতলোকের ছায়া সুশীতল মারুতে জুড়াল সকল ব্যথা।
এ ভবনে জড় লভেছে জীবন, ধরিয়াছে জরা তরুণ শোভা,
তুচ্ছ লভেছে উচ্চ আসন,—কুৎসিত, হলো নয়নলোভা,
তোমার যত্নে ধেনু ঘটোঘ্নী, তরু ফলাঢ্য, মধুপ-ধৃত,
শিশুরা হৃষ্ট, পশুরা পুষ্ট, অতিথি তুষ্ট সাদরাহূত।
মুখ কমলের কলগুঞ্জনে তুষিছ শ্রবণ পদ্মাননা,
চরণ নখরে বুঝিবা ঠিকরে পরশমণির দ্যুতির কণা।
দেশের গর্ব্বী ধনীর দুলাল ভ্রমণের ছলে সেদিন এলো
আমার কুটীরে শান্তিদেবীর মঠ-অভিধানে ভূষিয়া গেল।

পুত্রহারা

আবার আমায় এই বয়সে ধরতে হলো হাল,
আবার আমায় আপন হাতে ছাইতে হলো চাল,
আবার ছুনী সেঁচতে হলো মাখ্‌তে হলো পাঁক,
আবার ছানী কাটতে হলো বইতে হলো বাঁক।

লাঙলজোয়াল চেলিয়ে আমি ধরিয়েছিলাম চুলো
বিক্রী করে ফেলেছিলাম কাস্তেকোদাল গুলো
নূতন করে' সে সব যখন গড়িয়ে নিয়ে আসি
আপন দশা ভেবে, এত দুখেও পেল হাসি।
বিক্রী করে ফেলেছিলাম ভাল বলদ জোড়া
তার ঠাঁয়েতে নিয়ে এলাম দুটো বুড়ো ঘোঁড়া।
লোহার দুনী বিক্রী করে' বাঁধিয়েছিলাম পীঁড়ে
আজকে ফুটো কাঠের দুনী যোগাড় করি ফিরে।
আঁকা পুঁতে মই দিয়ে ঐ বানিয়েছিলাম তাক,
সারকুড়টা বুজিয়ে ফেলে লাগিয়েছিলাম শাক,
ভেবেছিলাম সুখ আয়েসে কাটবে বুড়োকাল;
আবার আমার এই বয়সে ধরতে হলো হাল।

পাঁচকড়িকে ঠকর মকর শিখিয়েছিলাম বলে'
কয়লাখাদে কাজকর্ম্ম করত আসানসোলে।
বল্লে পাঁচু,—"কিছু কিছু পাচ্ছি এখন, বাবা,
নিজের হাতে চাষ করে আর কষ্ট কেন পাবা?
তা ছাড়া চাষ করলে, গ্রামে খাতির থাকে কই?"
প্রথম প্রথম সে সব কথায় আদৌ রাজী নই,—
শেষে অনেক ধরায় আমি দিলাম জমি ভাগে।
আবার লাঙল ঠেলতে হবে ভাবিইনিক আগে।

পায়ের উপর পা চাপিয়ে তামাক খেতাম বসে'
বসে' বসে' ধরল শেষে নানান রকম দোষে।

সকাল’ খাই সকাল’ না’ই দিনে ঘুমুই পড়ি’
একটুখানি বাদলা-ওষে কেসে কেসে মরি।
সয়নাক রোদ সয়নাক জাড় সয়না মেহন্নৎ,
বসে থেকে ধরল বাতে চলতে নারি পথ।
মাটী হলো এই খাটুনীর কাঠামোটা ক্রমে
আবার কোদাল পাড়তে হবে ভাবিইনিক ভ্রমে।

অনেক আগে পালিয়ে গেছে পুণ্যবতী সে ত,
এ অভাগাও আজকে ওদের কাছেই চলে যেত।
পাঁচুর দুটো কচিকাঁচা বাছার পানে চেয়ে
আবার সিনী সেঁচতে হলো চোখের জলে নেয়ে।
আজ গতরে নেইক তাগোদ ঠেলতে নারি হাল,
মাটী যেন পাথর কাঁড়ি বসতে না চায় ফাল।
হাঁফিয়ে পড়ি একটুখানি টানতে গিয়ে দুনী
ধানের সাথে আজকে চোখের জলের বীচন বুনি।

নজর ঘোলা, পাঁজর ভাঙা, মাজাতে জোর নাই,
কেমন করে’ বেঁচে আছি ভাবি কেবল তাই।
বৌমা বলেন “চালিয়ে নেব কোনো রকম করে’
ধান ভেনে কি দাসীপনা নিয়ে পরের দোরে,
তুমি বাবা,—এই বয়সে মাঠ যেওনা আর।”
তাই কি তারে করতে দেব থাকৃতে ক’খান হাড়?
উঠি পড়ি কেঁদে কেঁদে কাদায় জমি রুই
আবার গুছি পুঁততে হলো চষতে হলো ভুঁই।

সূর্য্যমণি

হিন্দুর গৃহ প্রাঙ্গণতলে আমি এ শবরীবালা
এক কোণে রহি দীনাকুণ্ঠিতা সহি ঘৃণা, বহি জ্বালা।
ওগো—সবাই যখন ফুটে
মোর—তখন ফুটিতে নাই।
আমি—সাঁজে ভোরে নাহি ফুটি
দিন—দুপুরে ফুটিগো তাই।
হায়—আমি যে শবরী বালা
আমাতে হয়না দেবতার পূজা, হয়না কবরীমালা।

আমি দিন যাপি পত্রলেখার নীরব বেদনা নিয়া।
জীবনের এই খেয়া নায়ে লুটে মীনগন্ধার হিয়া।
ওগো—ভাব' কি, হৃদয় প্রাণ
একা—তোমাদেরি শুধু আছে?
আর,—হৃদিহীন করি বিধি
এই—শবরীকে গড়িয়াছে?
যাক্—সে কথা বলে কি ফল?
তাই বলে কেহ মুছিবেনা দীন অশুচির আঁখি জল।

বৈকাল হতে সন্ধ্যামণিরা করে বারনারী সাজ,
কতই আদর লভিছে তারাও, হেরি আর পাই লাজ।

এক প্রকার রক্তবর্ণ ফুল—দুপুর বেলায় ফুটে বলিয়া আমাদের দেশে ইহাকে দুপরমণিও বলে।

ঐ—চামেলি, ইরাণীগুল
শুনি—তাহাদের জয়জয়।
প্রিয়,—বিদেশী হাস্নূহানা,
কই ?—সেওত হিন্দু নয়।
যাক্—সে কথা বলো কি কয় ?
পাতাবাহারের গরবিনী মেয়ে 'মা-গোঁসাই' তারা নয়।

আছে যাহাদের শ্রীমাধুরী শোভা শোভন গন্ধামোদ।
তাহাদের সনে তুলনা চলে না, আছে এতটুকু বোধ।
তবে—আমিত ঘৃণিতা, তবু
আছে—মোরো সাধ ক্ষুধাতৃষা,
নারী—জীবন ধর্ম্ম সবি,
মোরো—আসে বাসন্তী নিশা,
হায়—হৃদয় কেহনা খুঁজে—
কুরূপার হৃদি নহে প্রেমহীন, বুঝেও কেহনা বুঝে।

মানি, অধিকার নাহিক আমার, জানি, আমি হেয় হীনা,
চাহিনা করুণা, বুঝিনা বলিয়া করোনা অমন ঘৃণা।
প্রেম—আলাপন তোমাদের
বুঝি,—যদিও শ্রবণ রুধি।
মধু—— চুম্বন—বিনিময়
বুঝি,—যদিও নয়ন মুদি।
মোর—বলিবার কিছু নাই,—
বলিতেছিলাম এ নহে আমার ফুটিবার ঠিক ঠাঁই।

পুরুৎ ঠাকুর

শুনে শাঁখের সাড়া, দলে দলে
পাড়ার ছেলে জুটল কোলাহলে,
দুহাত পেতে, ফেল্লে সবাই ঘিরে
মোদের সরল পুরুৎ ঠাকুরটিরে।
গুড় পাটালী যা ছিল তাঁর সাথে
বিলিয়ে সবি দিলেন হাতে হাতে।
বা'র দরজায় জুটল কতকগুলা,
দিলেন তাদের কাঁকুড় কলামূলা
পথে যেতে জুটল আরো ছেলে
হাতে তাদের আতপ দিলেন ঢেলে।
শেষে খালি হ্যাকড়া খানি ঝাড়ি
পুরুৎ ঠাকুর ফিরে গেলেন বাড়ী।

শুধু হাতে ফিরতে তাঁরে দেখে
গৃহিণী তাঁর এলেন রেগে ঝেঁকে,
রাঙা শাঁখায় উজ্জল বাহুখানি
তুলে তিনি গর্জ্জে ক'লেন "জানি
ভ্যাকরা বামুন বুদ্ধি তোমার ভোঁতা
হ্যাকড়া খালি, চাল কলা সব কোথা ?"
দেখি যদি কাল্‌কে খালি হাত
এ বাড়ীতে বন্ধ তোমার ভাত।"

পুরুৎ ঠাকুর মুখটি করি নীচু
দাঁড়িয়ে র'লেন রান্নাঘরের পিছু।

পরের দিনে স্নানটি সারি যবে
ঠাকুরসেবা করতে যেতে হবে
পুরুত ভাবেন "কালকে কতক ছেলে
গুড় পাটালী একবারে না পেলে।
ভাইত মিঠাই আন্‌লে হাঁড়ী ভরে
কিছু তাহার আছেই ভাঁড়ার ঘরে।"
গিন্নী যখন রান্নাঘরে,—চুলো
ধরাচ্ছিলেন নেড়ে নেড়ে কুলো,
ভাঁড়ার ঘরে হাতড়িয়ে সব হাঁড়ি
মণ্ডা মিঠাই নিলেন তাড়াতাড়ি।
সকল ছেলেই আতপ চালের সাথে
মণ্ডা সেদিন পেল হাতে হাতে।

গিন্নী যখন আসনখানি পেতে
দিতে গেলেন দেওরকে জল খেতে,
পেলেননাক কিছুই হাঁড়ী খুঁজে—
ব্যাপারটা কি নিলেন সবি বুঝে,
বল্লেন রেগে সাম্‌নে পেয়ে চোরে
"এত মিঠাই ফুরালো কি করে?"
চুল্‌কে মাথা পুরুৎ কহেন—"এ—এ
আমি—আমি, ফেলেছি সব খেয়ে।"

লালপেড়ে তাঁর আঁচল রাখি গলে
স্বামীর পায়ে গিন্নী আঁখি জলে
বল্লেন "ঠাকুর আর কিছু না চাই
জন্ম জন্ম যেন তোমায় পাই।"

উপাসনা।

মঙ্গললক্ষ্মী

(সঙ্গীত—মালিনীছন্দে)

জয় জয় অয়ি মাতঃ ভারতক্ষেমলক্ষ্মী।
নমি সুরনরবন্দ্যা, নন্দিতা কাব্যকুঞ্জে,
নব নব মধুছন্দে, মণ্ডিতা অর্ঘ্যপুঞ্জে,
শুভ বর তব হস্তে, দৃষ্টিতে দুগ্ধকুল্যা,
চরণ-নলিন-গন্ধে মুগ্ধ এ মর্ম্ম-মক্ষী।

সুতগণ তব অঙ্কে তুষ্ট মা স্তন্য অন্নে,
পুরজনপদ রঙ্গে পুষ্ট মা স্বর্ণপণ্যে।
রহ তবু অতি খিন্না দুঃখিনী দৈন্যপিষ্টা,
নহ তুমি সতি ঘৃণ্যা চৌদিকে দৈবরক্ষী

শতশত মঠ-চৈত্যে মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা,
বিগলিত মধুচিত্তে ভারতী মুক্তকণ্ঠা,
কমল-কুমুদ-মল্লী-মালিকা দিব্যবক্ষে,
মুখরিত রসবল্লী, কৌতুকী লক্ষ পক্ষী।
জয় জয় নমি মাতঃ ভারতী সৌখ্যলক্ষ্মী॥

চীন-পরিব্রাজকের প্রতি

কহ কহ ওগো পর্য্যটক,
ভারত গৌরব গাথা গাহ তুমি প্রাচীন কথক।
পূর্ব্ব সিন্ধু কূলে রহি কহ তুমি অশনি নির্ঘোষে
উৎকর্ণ শুনিব মোরা অর্ণবের অন্য তীরে বসে'।
তোমার প্রত্যক্ষ লব্ধ, নহে শাব্দ, অনুমানগত;
কহিতে অতীত কথা অধিকারী কে তোমার মত?
কহ,—মোরা নহি হেয় আফ্রিকার কাফ্রীর মতন
মোদের অতীত নহে আরণ্যের জঘন্য জীবন।
সমগ্র নিখিল যবে ঘনবনে,—গিরির গুহায়
দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল অজ্ঞতার ঘোর তমিস্রায়,
ভারত তখনি ছিল বিশ্ববন্দ্যা আলোকের রাণী,
জ্ঞানের সুমেরু শৃঙ্গে ছিল তার তুঙ্গরাজধানী।
নালন্দা বৈশালী কাঞ্চী তক্ষশিলা উজ্জয়িনী কাশী,
ধ্রুবমন্ত্রে সত্যমার্গে জ্ঞানস্বর্গে উঠিল উদ্ভাসি',
জ্যোতিষ্কমণ্ডল যেন সৌরলোকে সমুজ্জলতম
বিরিঞ্চির চতুর্মুখে মূর্ত্তিমান বেদগান সম।

কহ কহ তাম্রলিপ্তি সৌরাষ্ট্রের ঐশ্বর্য্যের কথা
বসুধা ইন্দিরারূপে খুলেছিল রত্নসত্র যথা।
কেমনে সে চারুকলাশিল্পরাজলক্ষ্মী আসিয়ার
হিমাদ্রির শুভ্রশৃঙ্গে রচেছিল সিংহাসন তার।

অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গের স্বর্ণকুক্ষি কান্তারে প্রান্তরে
অন্নপূর্ণা,—অন্নকূট খুলেছিল জীবজন্তু তরে।
অহিংসামন্ত্রের ধ্বজা, মৈত্রীছত্র, তুলিয়া আকাশে
মগধের রাজশক্তি আর্য্যাবর্ত্তে বাঁধে বাহুপাশে।
সর্ব্বস্ব বিলায়ে নিঃস্বে বল্কপট পরিত সম্রাট
জ্ঞানিগুণিপদপ্রান্তে ক্ষাত্রশক্তি লুটাত ললাট।
সিদ্ধার্থের ধ্রুববার্ত্তা প্রবর্ত্তিতে শুধু সিংহাসন,
বুদ্ধের সেবার লাগি রাজর্ষির শাসন পালন।
তেয়াগিয়া ভোগস্পৃহা অর্দ্ধদেশ জুটে সংঘারামে
অর্দ্ধেক জীবন যাপে গৃহিসংঘ তীর্থ ধামে ধামে।
ভোগের বিহার হতে শ্রেষ্ঠ গণে যোগের 'বিহার'
পারের কড়ির শুল্কে বেচিতেছে সমগ্র সংসার,
সকলে বর্জ্জিতে চাহে অর্জ্জনের প্রার্থী নাহি দেশে
নিরাশ্রয় ভোগ সুখ তাজে অশ্রু অনাথের বেশে।
শাঠ্যদ্বেষহীন পৌর জানপদ, নাহি চৌরভয়
ভবরোগ ভিন্ন অন্য রোগশঙ্কা নাহি দেশময়।
অস্ত্রাগারে ঊর্ণনাভ করে লূতা তন্তুর বিস্তার,
রাজদণ্ড রহে তোলা বহি রাজচিহ্নের সম্ভার,
আপনি আপন দণ্ড দেয় পাপী হইয়া নিষ্ঠুর,
গুহ্যপাপ অশ্রুজলে নিবেদিয়া চরণে গুরুর।

ছায়াশূন্য নাহি বর্ত্ম, চৈত্যশূন্য নাহি পুরগ্রাম,
পথে পথে গীত হয় তথাগততথ্য অবিশ্রাম।

স্তূপে স্তূপে তীর্থযাত্রী, মহোৎসব বিহারে বিহারে,
বোধিমন্ত্র উদীরিত নিষাদেরো আগারে আগারে।
অর্হৎ শ্রমণ ভিক্ষু বর্ণাশ্রমী সাগ্নিক ব্রাহ্মণ,
ভ্রাতৃভাবে প্রেমানন্দে পরস্পরে করে আলিঙ্গন।
নাহি দ্বন্দ্ব ধর্ম্মে ধর্ম্মে একই লক্ষ্য সবারি জীবনে
'অহিংসা পরমধর্ম্ম' এই মন্ত্রে দ্বিধা নাহি মনে।
স্বার্থ হতে সত্য বড়, বিত্ত হতে চরিত্র মহৎ,
দণ্ড হতে ক্ষমা বড়,—শমদম পরম সম্পৎ।
নৃপতির পরিষদে ভিক্ষু বিপ্র নির্গ্রন্থ, শ্রমণ,
সমান মর্য্যাদা যত্নে লভে শ্রদ্ধাদত্ত রত্নাসন।
ইহলোকে পিতৃকল্প, পরত্রের গুরুর মতন
নৃপ, করে আপনার বক্ষোরক্তে প্রকৃতিরঞ্জন।
তাপিত ক্ষুধিত আর্ত্ত তৃষাতুর ব্যাধিত কাতর,
লভিত গৃহীর গৃহে অহরহ সেবাসমাদর।
পথে পথে পান্থশালা, শান্তিসত্র আতুর নিবাস,
মাঠে মাঠে প্রীতিবর্ষ, স্নেহস্পর্শ সান্ত্বনা-আশ্বাস,
পালিত সন্তানস্নেহে জীবজন্তু আগারে প্রান্তরে
অভ্যাগত গুরুসম দিব্য অর্ঘ্যে বন্দ্য ঘরে ঘরে
অনুশাসনের লিপি সমুৎকীর্ণ পর্ব্বতে পাহাড়ে,
সদ্ধর্ম্ম বিজয়ী হলো চীন ব্রহ্ম তিব্বতে তাতারে।
পিটকের বাণী বক্ষে বহি ধন্য শতস্তম্ভ স্তূপ
স্থাপত্য ভাস্কর্য্য চিত্র কারুশিল্প ধরে চারুরূপ।

বিশ্বপ্রেম সোমরস নিঃস্যন্দিত বোধিক্রমতলে,
প্রভুর বদনচন্দ্রে, মত্ত তাই পিয়ে কুতূহলে,
নিমগ্ন সমগ্র দেশ নির্ব্বাণের একাগ্র চিন্তায়,
কাদম্বরী নির্ব্বাসিতা বর্ষাশেষে কাদম্বিনী প্রায়।
কহ কহ পর্য্যটক ভারতের সে পুণ্য বারতা
ভারত তোমার তীর্থ, ধর্ম্মক্ষেত্র, পার্থিব দেবতা।
হইনি শুশ্রূষু আমি এ দেশের প্রাচীনের পায়,
পক্ষপাত গর্ব্বে পাছে স্বদেশের সুখ্যাতি বাড়ায়।
অমর হয়েছ তুমি পুণ্যতীর্থরেণু পরশনে,
কহ কহ হে বিদেশী, সত্য বেশী তোমার বচনে।

পরিচারিকা

মুখরা

কেন কোন' কথা শুনিব কাহারো ? কেন কোন অপরাধে?
'মুখরা মুখরা' বলছ ত সবে,— মুখরা হয়েছি সাধে ?
সাধে কি লোকের কথা শুনে মোর সারা দেহ যায় জ্বলে'
সবাই তোমরা মুখরাই হতে,—মোর মত দশা হলে'।
মা-হারা হ'লাম বয়স যখন,—মাত্র বছর দেড়,—
না যেতে ছ'মাস গেল বাপ মরে' এম্‌নি গ্রহের ফের্।
কোলহারা হয়ে, রোগে ভুগে ভুগে, রোদে পুড়ে, শীতে জমে,
গড়ায়ে গড়ায়ে কেঁদে কেঁদে শেষে ডাগর হলাম ক্রমে।

বড় ত হলাম। বড় হয়ে ওঠা লাগিলনা কারো ভালো,
বেয়ারামে-ভোগা দেহখানা রোগা তায় রং ছিল কাল'।
যত বড় হই,—দাদারো ততই মুখখানা হয় ভার
দূরে যাক্ কোনো যত্ন দেখানো কথাও কন না আর।
বউদি আমার উঠতে বস্তে কেবল পাড়ত গালি,
ছিলনাক খাওয়া,—ছিল দুই বেলা পিণ্ডি গেলাই খালি।
রুখু কটা চুলে,—ময়লা টেনায় হয়ে উঠলাম ধাড়ী,
দাদার গলায় আটকে গেলাম আমি এ লক্ষীছাড়ী।

অল্প টাকায় তেজবরে এক বুড়ো বর খোঁজ করে'
একদিন দাদা বিদেয় দিলেন,—ঠিক যেন ঘাড়ে ধরে'।
বিধবা ননদী ছিল একজন, শ্বাশুড়ী ছিল না মোর,
উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি,—বাপরে,—তার কি মুখের তোড়।
তোমরা আমারে মুখরা বলিছ—তারে দেখনিক বলে'।
পান হতে চুণ খসে পড়লেই উঠত সে রাগে জ্বলে'।
স্বামী থাকতেন বিদেশে কাজেই কেউ মোরে পুছিত না,
ময়লা ফেরাণী, রুখু চুল;—তাই সেখানেও ঘুচিল না।

বুড়ো ছিল বটে, লোক ছিল ভাল, ক'দিনে বা পরিচয়,
মনে হতো যেন অভাগীরে ভালবাসত সে অতিশয়।
তা হলে কি হয়? কপাল কেমন? রোগ নিয়ে বাড়ী এল,
না যেতে বছর ছাড়কপালীর সীঁথির সিঁদুর গেল।

সকলি সইয়া দেওরের ঘরে ছিনু মাস নয় দশ,
সেথা হাড়ভাঙা খাটুনী খেটেও হলোনা একটু যশ,
ননদী জায়েরা একদিন-ও মোরে কথা কহিল না হেসে,
কাঁদিতে কাঁদিতে দাদারি বাড়ীতে ফিরিয়া এলাম শেষে।

এক বেলা ছুটো খাই হেথা, তাই বসে' বসে' খাই কি ?
আমি এলে পরে বৌঠাকরুণ ছাড়িয়ে দেছেন ঝি।
গম যব পিশি, ঢেঁকী পাড় দিই সারাদিন ধরে' রাঁধি,
দিনে অবসর পাইনাক বলে' রাতে বসে' বসে' কাঁদি।
তবু বৌদির টিস টিস করা ক্রমেই বাড়িতে রয়,
বাপেরি বাড়ীতে খেটেখুটে খাই বেশীকথা কিছু নয়,
এত খাটি তবু শুধু হতাদর—এই বড় মোর দুখ,
সইতে না পেরে ক্রমে ক্রমে বেড়ে তাই ছুটে গেল মুখ।

মাথা গুঁজে গুঁজে মুখ বুজে বুজে বল' আর কত সই ?
বরাবর আমি—তোমরাও জান—এমন মুখরা নই।
বাপ ভাই বোন মায়ের আদর সোয়ামীর ভালবাসা,
মা-বলিয়া-ডাক জুটিল না হায়—এ জীবনে নেই আশা।
ভুলেও মিষ্টি কথাটি যাহারে কেউ কয় নাই ডাকি,
সে পোড়ামুখীর পোড়ামুখে শুধু অমৃত ঝরিবে না কি ?
তোমরা কি বলো এততেও আমি সুধামুখী হয়ে রবো ?
মড়ার বাড়াত আর গাল নাই, কেন কার' কথা স'বো ?

মান ও প্রাণ

গাঁয়ের মাঝে মনসা তলায় আজ
লোকের ভিড়ে বসেছে ঐ মেলা,
পাল্লা দিয়ে কুস্তি মালামোয়
মল্লগণের তথায় আজি খেলা।
পূবপাড়া আর উতরপাড়ার দল
আস্ফালনে করছে কোলাহল,
আশ্‌পাশে পাঁচ সাতটা গাঁয়ের যত
ভদ্র ইতর জুটল বিকেল বেলা,
গাঁয়ের ভিতর মনসা তলায় আজ
কাতার দিয়ে বেতর লোকের মেলা।

তাল ঠুকে সব দাঁড়ায় পালোয়ান
কাপড় তাদের মালকোচ্চামারা,
চাপড় মারে হাতের পেশীর 'পরে
হাঁফর সমান হাঁফায় বেদম তারা।
হারছে যে সে মলিনকাতরমুখে
কাষ্ঠহাসি কষ্টে হেসে দুখে,
আস্তে আস্তে মিশছে তাদের ভিড়ে
নিষ্ফলতায় আস্ফালিছে যারা,
কাতার দিয়ে গাঁয়ের যত লোকে
দাঁড়ায় সবে কাঠের পুতুলপারা।

হল্লা করে' লোক জমেছে যত
মল্লেরা সব পড়ে তাদের গায়,
কেউবা হাঁকে "বা-বা, বলি হারি"
কেউবা বলে "আহারে হায় হায়।"
পূর্ব্বপাড়ার নেইক আশা কোনো,
লড়তে ভাল পারলেনা একজনো,
উতুরপাড়া বুক ফুলিয়ে ডাকে
'জোয়ান মরদ কে-আর আছিস্, আয়'।
জয়ীপাড়া,—গর্ব্বভরে ঘুরে
পূর্ব্বপাড়া কাঙাল চোকে চায়।

একটা ভাঙা পাঁচীর পরে বসে',
ছিল নিতাই পূর্ব্বপাড়ার লোক,
করছিল তার বুকটা দুরু দুরু
ভঙ্গি নানান ধরছিল তার চোখ।
পূর্ব্বপাড়ার প্রত্যেকেরি সনে,
প্রাণটা তাহার যুঝ্‌তেছিল রণে,
বল্‌ছিল আর থেকে থেকে ডেকে
"বেশ চলেছে, ছেড়না ভাই রোক্;
আহা, আহা, বাগিয়ে ধরো দাদা
থাম্‌লে কেন? সাম্‌লে লও এ ঝোঁক্।

তিনটি বছর এম্‌নি দিনে ঠিক
একা নিতাই সবার সনে যুঝে,
হারিয়ে দিল উত্তুর পাড়ার দলে ;
সকল মর্দ্দ কেরদানী তার বুঝে।
ফির্‌ল, তারা মুখটি করে' চূণ,
মনে মনে গেয়ে তাহার গুণ,
মুখ্‌ড়ে গিয়ে সইল অপমান
রইল কোণে লুকায়ে মুখ গুঁজে।
নিতাই চাঁদের খুঁটের পালোয়ান,
মিল্‌তনাক গ্রামটী গোটা খুঁজে।

আজকে রোগে বড়ই কাহীল কাবু
টেল্‌লে পড়ে নিতাই পালোয়ান।
মাদুর ছেড়ে এদ্দূর এলো তবু
নেহাৎ যে তার বড্ড প্রাণের টান।
চোকে তাহার নাম্‌ল শোকের ধারা
সাম্‌নে তাহার জিত্‌ল উত্তুরপাড়া।
থাক্‌তে বেঁচে, মন্‌সা তলায় আজ
পূর্ব্বপাড়ার খর্ব্ব হলো মান।
ঝাঁঝ্‌রা তাহার পাঁজ্‌রাতে হাত চেপে
বল্লে "আজ কি করলে ভগবান।"

লাফ দিয়ে সে সবার মাঝে কয়
"ভাবছ কি তাই, নিতাই বেঁচে নাই ?
মড়াহাতী শ'লাথ টাকা দাম
আস্‌বি কেরে ? লড়তে আমি চাই।"
বিজয়ী সব মল্লেরা কয়, "দাদা,
তোমাকে যে চেনেনা সে গাধা।
মোড়ল তুমি পাগল হলে নাকি ?
পায়ের ধূলো তোমার যেন পাই,
মা মনসা রক্ষাকালী তোমা
সকাল সকাল ভালো করুন, ভাই!"

দু'তিন জনে আন্‌লে তারে টেনে
দেহ তাহার করছে টল'মল।
ভাইরা তারে ধরে' নে' যায় বাড়ী
দুঃখে ক্ষোভে চক্ষে তাহার জল।
থেকে থেকে হাত ছাড়িয়ে কয়
'মান হ'তে আর প্রাণটা বড় নয়,
প্রাণ নিয়ে কি ধুয়ে ধুয়ে খাবো ?
করলি কি হায় ধরলি কেন বল্‌ ?
এমনেই কি রইব বেঁচে আমি ?
হারল যেরে পূর্ব্ব পাড়ার দল।'

মানসী।

বঙ্কিমস্মরণে

আজিকে তোমার জনমবাসরে, প্রণমি তোমারে, হে দেশাচার্য্য,
নবীনবঙ্গ-জীবনযজ্ঞে তোমার অর্ঘ্য অগ্রধার্য্য।
মন্ত্রদ্রষ্টা হে নবস্রষ্টা, জাতীয় জীবন তোমার সৃষ্টি,
দেশকাল-সীমা উত্তরি' ধায় ত্রিলোকোত্তর তোমার দৃষ্টি।
বঙ্গহৃদয়-পঙ্কজরবি, অই বাজে তব বিজয়ডঙ্কা,
বঙ্কিম, তব অমৃত-আলোকে ঘুচেছে অনৃততিমির শঙ্কা।

শ্যামলা মায়েরে তর্পিলে তুমি অর্পিয়া জবা অশোক রক্ত।
চণ্ডিকা বাণী ইন্দিরারূপে মঠমন্দিরে হেরেছ, ভক্ত।
জীবন-উষার ঋক্‌ছন্দোগ, দেছ,—ঋষি, দেশমাতৃমন্ত্র,
নবীন বঙ্গে দিলে অঙ্গিরা,—নব ষড়ঙ্গ পুরাণ তন্ত্র।
বঙ্গহৃদয়-পঙ্কজরবি,—ঐ বাজে তব বিজয় ডঙ্কা।
বঙ্কিম, তব অমিত প্রভায় ঘুচেছে দেশের অনৃতশঙ্কা।

গতানুগতিক জনপ্রবাহে তুলি বিদ্রোহ বৈজয়ন্তী,
আত্মাগুহার আহিত পুরুষে জাগায়ে তুলেছ, স্বকৃতপন্থী।
দ্বন্দ্ববিবাদ অন্ধপ্রমাদ খণ্ডিত তব পণ্ডা যত্নে,
খনিখাত খুঁড়ি গিরিদরী চ্ঁড়ি এনেছ আহরি সত্যরত্নে।
বঙ্গহৃদয়-সরোজ-সূর্য্য, ঐ বাজে তব তূর্য্য-ডঙ্কা,
বঙ্কিম, তব অমৃতশঙ্খে ঘুচেছে দেশের অনৃতশঙ্কা।

শিল্পজগতে তুমি প্রজাপতি, কল্পনা তব সেবিকা ধন্যা,
প্রতাপ কুন্দ রমা মহেন্দ্র মৃন্ময়ী তব পুত্র কন্যা।
সত্য হইতে পরম সত্য তোমার সৃষ্টি এ মায়া বিশ্বে।
নিত্য হইতে চরম নিত্য দিয়াছ দীক্ষা শতেক শিষ্যে।
বঙ্গহৃদয়-রাজীবসূর্য্য,—ঐ বাজে তব তূর্য্য ডঙ্কা।
বঙ্কিম, তব অভয়শঙ্খে ঘুচেছে দেশের অবোধ শঙ্কা।

মোদের সঙ্গে ছলনাছদ্মে সেজেছ পাগল কমলাকান্ত।
বনমঠে তব, হে ভীমকান্ত, হেরেছি স্বরূপ রুদ্রশান্ত।
নরসংসারে রেখে গেছ তব যতেক অমর মানসপুত্র,
ত্যজেছ মর্ত্ত, বুকে বাঁধা তবু তব পদাজ-মৃণালসূত্র।
মানসসরসী-সরোজসূর্য্য,—ঐ বাজে তব শৌর্য্য ডঙ্কা।
আর্য্য, তোমার গুরুগর্জ্জনে ঘুচেছে দেশের লজ্জাশঙ্কা।

বঙ্গহৃদির দারুণ বেদনা পীড়িল তোমার করুণ বক্ষ,
শত বারুণীতে করে ছলছল তিতাল যা' তব নয়ন-পক্ষ্ম।
বাণীর মরালী করে তায় কেলি তীরে তীরে নীতিবেতসীকুঞ্জ,
গীতামন্ত্রের সান্ত্বনা তাহে ফুটে আছে হয়ে সরোজ পুঞ্জ।
বঙ্গহৃদয়-পঙ্কজ-ভানু,—ঐ বাজে তব বিজয় ডঙ্কা।
বঙ্কিম,—তব আশার শঙ্খে ঘুচেছে দেশের অসার শঙ্কা।

পরিচারিকা।

গোবিন্দদাস

বাঙাল দেশের কাঙাল কবি, যাচ্ছ চ'লে অমর ধামে,
গোলোক হতে এলো কনক রথ,
আজকে তোমার শুভক্ষণে চোখের জলে শোকের নামে
করবনাক পিছল তোমার পথ।
অন্নদা মা'র অন্নকুটে কাঁদ্‌লে পোড়া পেটের তরে
আজ্‌কে তোমার জুড়াক জঠরজ্বালা।
বিদায় নিলে হৃদয়হীন এ নিদয় দেশের মাথার 'পরে
স'পে দিয়ে কলঙ্কেরি ডালা।—

দেশে সোণার মিনার উঠে, বাগ্‌দেবতার বালাখানা
তোষাখানার বিশাল আয়োজন,
জ্ঞান প্রচারের নামে দেশে জুটে দামী বিলাস নানা
সোণার অজিন, সোণার কুশাসন।
পরিষদের সভায় রাজা মহারাজের তাজের ছটা
গ্রন্থশালায় রাজে হাজার ছবি ;
সম্মিলনে—সম্মেলনে মহোৎসবের প্রমোদ ঘটা ;
পায়না খেতে হায়রে কাঙাল কবি।

এইকি তোমার সমুন্নতি ? লোকে বলে উঠ্‌ছ ক্রমে,
হায়রে নিঠুর কবির জনমভূমি !

রঙীন চূড়া উঠ্‌ছে বটে ; পড়ছি না তায় রঙীন ভ্রমে,
অধঃপাতের সীমায় গেছ তুমি।
যে যা বলুক,—'মগের মুলুক' আখ্যা তোমার যোগ্য বটে,
পাথর ডলো আতুরজনের বুকে।
মোক্ষদা মায় ঠেলে,—আজো যক্ষরাজে বসাও মঠে,
লোকসমক্ষে দাঁড়াবে কোন্‌মুখে ?
ভাটের বৃত্তি ছাড়বে যেদিন, গুণের যেদিন কীর্ত্তি গাবে,
ধনের চেয়ে গণবে জ্ঞানে বড়,
রিক্ত কাঙাল ভক্ত গুণী যেদিন তোমার ভক্তি পাবে,
বলব সেদিন "পূজাঞ্জলি ধরো।"

মানগরবী গরীব কবি! পারে কি কেউ এমন কথা
কইতে, তুমি চিত্তে ছিলে দীন ?
সহিয়াছ তেজের জ্বালা পাঁজরভাঙা হাজার ব্যথা,
তবুত বীর হওনি কভু হীন।
গাইতে তুমি পারনিক বিত্তবানের বৈতালিকী—
স্তুতি গীতি নিত্য সাঁজে প্রাতে,
করতে জাহির বাক্যখ্যাতি মাসিকী বা সাপ্তাহিকী
বাজাওনিক ঢক্কা নিজের হাতে।
মাগনিক ভিখ্‌ দেউলপথে ঝুলি কাঁধে বাউল সাজে
লেখনি নাম চিরদাসের খতে,
বাণীরে বানরী করি—নাচাওনিক সভার মাঝে,
নাট্যশালার নেপথ্যেরি পথে।

চেষ্টা ক'রে হওনি কবি, কবি হয়েই জন্ম নিলে
প্রাচীনশ্যামল বাংলামাটী চিরে।
তোমার কবি—প্রতিভাটির প্রতিমাটি তিলে তিলে
তৈরী নহে শিল্পশালার ভিড়ে।
দেশের কলাসাহিত্যে আজ কৃত্রিমতা অনুস্যূত,
নাইক তাহে নিজস্বতার লেশ,
এ-মাটীতে খাঁটি কবি হবেনা আর সমুদ্ভূত।
তুমিই তাহার শেষগো তুমি শেষ।

চির তরুণ চারণ-কবি, দারুণ ব্যথায় সর্ব্বহারা,
মরণপথে গাইলে করুণ গান,
শুনলনাক গৌড়বাসী—বধির অভিশপ্ত তারা,
ব্যর্থ হলো তীক্ষ্ণ সুরের বাণ।
ফেল্‌বে তোমার বজ্রবাণী বিশ্ব বুঝি ভস্ম ক'রে ;
শৃঙ্গী ঋষির শাপের মত গতি।
কাব্য তোমার উচ্ছ্বসিত গলা ফেটে প্রাণের জোরে ;
ছিন্নমস্তা,—তোমার সরস্বতী।

দৈন্যজ্বালায় দর্পফণা তুলেছিলে,—সর্প-কবি,
কাব্যগীতির মলয়গিরি-ভূমে,
কাঠুরিয়ার নিঠুরকঠোর কুঠারখানার পরশ লভি'
ছড়ালে বিষ চন্দনেরি দ্রুমে।
সাধে কি আর শাপোদকে হস্তে নিলে জটাধারী?
জ্বাল্‌লে বাড়ব অশ্রু বারিধির?

সাধে কি আর লেখনীরে করলে তীখন্ তরবারি ?
বীণ-কাঠেরে মুগুর, কবিবীর ?
নিগ্রহে হ'ন আশুতোষও জ্বলজ্জট উগ্ররোষে,
কুসুমমৃদু,—বজ্রসম জ্বলে।
মর্ষণের আদর্শ যে, সে তরুও দাববহ্নি পোষে
ঘর্ষণে সেও পোড়ায় বনস্থলে।

তোমার প্রতি অত্যাচারের চিত্র যখন নেত্রে ভাসে
করালীরূপ ধরে আমার বাণী,
রুদ্র-রূঢ় অমার্জ্জিত তোমার ভাষণ কণ্ঠে আসে
ভদ্রকালীর শাসন নাহি মানি।
শরাহত মরাল সম মরলে জ্বালায় ছটফটিয়ে,
গাইতে তুমি পেলে তেমন কৈ ?
রাখলেনাক বঙ্গবাসী তোমায় দুটো অন্ন দিয়ে ;
চাওনি কিছু,—অন্নদুটি বই।

তিন রূপ

অশ্রু-হারা সালঙ্কারা বালা, এলে যবে প্রথম এ গেহে-
কুণ্ঠিত গুণ্ঠিত মুখখানি হরিদ্রার অঙ্গরাগ দেহে ;
ক্ষেত্র যেন শিশিরসুস্নাত স্বর্ণশস্যে পীতপুষ্পে ভরা
মৌন মঞ্জু মূর্ত্তি মরি তব মনে পড়ে মম মনোহরা।

তারপর দেখিতে দেখিতে বসন্তের বনভূমি সম
কুসুমিত পল্লবিত হয়ে উল্লসিলে এ যৌবন মম।
দাড়িম্ব বিম্বের রস পিয়ে শুককণ্ঠ গাহিল সুস্বনে,
তব কেশগন্ধে অন্ধ হয়ে মনোভৃঙ্গ মূর্চ্ছিল চরণে।

নিদাঘের উদ্যানের মত ঋদ্ধ শান্ত স্নিগ্ধ অচপল,
ফলভারে নম্র আজি তুমি, আজি তব নারীত্ব সফল।
সুশীতল তব প্রেমছায়ে ঝিরি ঝিরি অঞ্চল পবনে
লভিতেছি নেত্র দুটী মুদি পূর্ণতৃপ্তি সংসার-জীবনে

পরিচারিকা

অযোগ্য

আমারে তোমার যোগ্য করিতে অশেষ আয়াস লভি,
মানুষের হাতে যাহা কিছু আছে চেষ্টা করেছি সবি।
জনমের আগে যে বিধান হলো জীবনের সহচর
নখরে ক্ষুদিয়া লিখিল যা' বিধি ললাট ফলক' পর,
অঙ্গের সনে অঙ্গীভূত যা' অটল নিদেশ যত
তাহাত বিতথ করিতে পারেনা যত্ন সাধনা শত।
অপরাধী আমি, ভাবিয়া দেখিনি, করিয়াছি অবিচার
একটী জীবনে আঁধার করিতে ছিলনাক অধিকার।
যত তুমি মোর নিকটে এসেছ হৃদয় স'পেছ, বালা
চিনেছি জেনেছি তত তোমা তাই জ্বলে অনুতাপ জ্বালা।

কৃপা করে' মোর কুটীরে এসেছ যত আছ হাসিমুখে
তত সখি হায় মরি লজ্জায় ব্যথা বাজে তত বুকে।
তোমার সকলি সঁপিয়া প্রেয়সি বড় লাজ দিলে মোরে
সকল শরীর ঝিম-ঝিম করে বাঁধ' যদি বাহু ডোরে।
আপন হীনতা স্মরি সঙ্কোচে কুণ্ঠায় সারা হই,
তাই বলে' আমি সরে' সরে' যাই, অবহেলা নয় সই।
অবলা সরলা জাননাক ছলা বাড়ায়ে দিয়াছ পাণি,
তুমি সখি তার কিছুই জাননা নিজে তুমি কত খানি।
অতিকরুণায় দিওনাক লাজ ভ্রূকুটী নয়নে চাও
নিষ্ঠুর হও নির্দ্দয় হও সান্ত্বনা পেতে দাও।
বাহু উপাধানে নিশীথ-শয়নে ঘুমে পড়' যবে লুটে
জানিনাক কোন্ সুখের স্বপনে মুখে তব হাসি ফুটে।
জাগিয়া শিয়রে, তব কেশে শিরে যখন বুলাই কর,
তপ্ত শ্বাসের গুপ্ত শাসনে কেঁপে উঠে অন্তর।
আঁখি ছলছল হৃদি টলমল তোমাপানে যত চাই
আহা তব প্রেমঅচ্ছোদনীরে কোন বিপ্লব নাই।
মৃগশাবকের শিরে যেন এগো—কিরাতের আঁখিজল,
কালো ভ্রমরের তপ্ত নিশাসে শুকাবে কি ফুলদল?
তুলসী বলিয়া কার তলে দেবি, সেবাদীপ নিতি জ্বালো
হে মোর সেবিকা, চন্দনভ্রমে বিষদ্রুমে জল ঢালো।
আঁধার কুটীরে লুকাই মাণিক, দপ দপ তারা জ্বলে
দৈবের দান তবু ভয় প্রাণে তস্কর কেহ বলে।

মোর গুণ গানে মধুর বচনে ভুলাবে কেমনে হাসি?
যাহা মোর নাই কেমনে ভাবিব আছে তাও রাশি রাশি?
ভুলাইবে জ্বালা কেমনে আদরে বুলাইয়া দেহে পাণি?
অনুলেপনের শকতি কি সতি ঘুচাবে মর্ম্মগ্লানি?
এত ভাল বাস’—এত ভাল তুমি, তাই ভাবি অবিচার
হলেনাক কেন, হে মোর কান্তা দেবের কণ্ঠহার?
হে মোর গৌরি, শাক ভাতে যদি সুধা বলি লও হাসি,
লজ্জায় তবে ভিখারী দয়িত হইবে শ্মশানবাসী।

উপাসনা।

সঙ্গীত

নিবেদন

(ইমন কল্যাণ)

জননি, তোমার চরণ সরোজে মজে যেন মম মানস অলি,
গীত কবিতার মধুপানে যেন রহে কলাকেলীকৌতূহলী।
না মানি দৈন্যভয় ভ্রূভঙ্গি, সেবি যেন, সবি বিঘ্ন লঙ্ঘি,
স্বেচ্ছায় দুখে করিয়া সঙ্গী,—পিচ্ছিল পথে নাচিয়া চলি ॥

সুলভ সুখের শত প্রলোভন, খেয়ালের যত দেওয়ালী শোভন,
চিত্তে জাগাবে শলভস্বপন,—মোহমূঢ় হয়ে না যেন টলি।
লভিব বিশ্বে কত লাঞ্ছনা, নিঃস্বজীবনে কত বঞ্চনা—
তোমার সেবায় জীবন যাপনা করি যেন, সবি চরণে দলি’ ॥

অপূর্ব্ব আগমনী

(ঝিঁঝিট-খাম্বাজ)

দোলায় চড়ে' আয় জননি রোদনে তোর বোধন বাজে,
অট্টহাসির কোলাহলে আয় এ ভীষণ শ্মশানমাঝে।
শ্মশান ভাল বাসিস্ বলি' করলি এ দেশ শ্মশানস্থলী
কুকুর শৃগাল ভুতপ্রেতপাল পিশাচ বেতাল হেথায় রাজে॥

তোর—মড়ার কাঁথায় আসন রচি, ভাঙ্গা কলস নেচে বাজাই
গাঁথি মহাশঙ্খমালা করোটিতে অর্ঘ্য সাজাই।
শ্মশানভরা শবের 'পরি রুদ্রাণী তোর বরণ করি,
আয় মা এবার মহাকালী ছিন্নমস্তা তারার সাজে॥

অসময়ে

(বিভাস)

আজি—শারদপ্রভাতে কোরকসভাতে করুণ পূরবী ধরিলে কে?
কিশোর আশার কল-উল্লাস একটি নিমিষে হরিলে কে?
না ভরিতে শুভবোধনগাগরী কে বাজালে আহা বিজয়াবাঁশরী?
ঝলসি লুলিত নবপত্রিকা, হেন অঘটন করিলে কে?

তরুণ প্রেমের বাসর সভায় গীতগোবিন্দ থামাইয়া হায়
বজ্রকণ্ঠে পজ্ঝটিকায় মোহমুদ্গর পড়িলে কে?
ভাসায়ে গোকুল অকূলসাগরে কেবা দিলে ডাক মথুরানগরে?
প্রমোদকুঞ্জ রতিবিলাপের শোকসঙ্গীতে ভরিলে কে?

দুর্দ্দিনে

(পূরবী)

কণ্ঠের কল উল্লাস আসে গদ্ গদ্ নাদে ভরি'
কেলিকালিন্দীকল্লোলধারা হয়ে আসে গোদাবরী।
ভারি হয়ে আসে আঁখি পল্লব থেমে আসে চল হাসিকলরব
নেমে এলো বুকে অকালবরষা ঘনঘোর ঘটা কার।

ঘনগম্ভীর অম্বরতলে ঘনায় সজল মায়া
ঘনায় জীবন ভুবন ভরিয়া তমালগহন ছায়া।
গুরুগুরু করে হিয়ার স্পন্দ, দুরু দুরু বাজে ব্যথিত ছন্দ,
মেঘমল্লার মূর্চ্ছিয়া উঠে সাহানার সুর হরি'।

নৈরাশ্যে

(বেহাগ)

আমার হৃদয়বনবাগানে কুসুমকলি আর ফুটেনা।
গুঞ্জরিয়া পুঞ্জে পুঞ্জে মক্ষী অলি আর জুটেনা।
মুষ্ড়ে পড়ে তরুলতা মর্ম্মরিয়া উঠে ব্যথা
মঞ্জরিয়া রোমাঞ্চিয়া মলয় সুবাস আর লুটেনা।

আঁধার আজি কুঞ্জভবন কাঁদার সময় এলো এখন
সকল কণ্ঠ কুণ্ঠিত আজ হাসির ধারা আর ছুটেনা।
শুকাল সব রসের ধারা কল্পতরু লক্ষীছাড়া
কূজনকলরবোৎসবে ভাবের উৎস আর উঠেনা।

দেহ ও আত্মা

(সিন্ধুভৈরবী)

দেহটারে ভালবাসিতে না পারো, নাহিক ক্ষতি।
দেহাহিতে ভালবাসিতেই হবে ওগো ও সতি।
পুরাজনমের পাপ-অর্জ্জিত
এই দেহখানা রূপবর্জ্জিত
মৃণালের মত তাই হলো তার পঙ্কে গতি।

আত্মা আমার রাঙা ঢল ঢল সরোজসম
মধু সৌরভে গৌরবে তব চরণরম
শত দলে সেথে রহিবে আঁকড়ি
কেমনে তাহায় যাবে পরিহরি
অনাদরে তারে কেমনে ঠেলিবে, সরস্বতি?

জপ

(ইমন ভূপালী)

জ্ঞানেধ্যানে তপে ফুলচন্দনে অনেক হয়েছ বন্দিত,
শুধু নামজপে মম মনে মনে হওহে বন্ধু নন্দিত।
ঋতুনেমি রাশিচক্র অয়নে
ব্যোমে ব্যোমে সোমে তারকা তপনে,
তব জপমালা ক্রমাবর্ত্তনে নিখিল বিশ্বে ছন্দিত।

থেমে যাক যত শঙ্খ ঘণ্টা ঢক্কা ডঙ্কা ঝঞ্ঝনা,
থেমে যাক যত তর্কদ্বন্দ্ব তত্ত্ববিচার জল্পনা,
গন্ধ পরশে রসে রূপে রূপে
তব নাম জপি শুধু চুপে চুপে,
উশীর কুসুম ধূপে ধূপে ধূপে হোক জপমালা গন্ধিত।
মম কণ্ঠের বাণী লুণ্ঠন কর, সঙ্গীত লহ সংহরি'
শুধু তব নাম জপি অবিরাম নিশিদিন প্রাণমন ভরি'।
করুক শুষ্ক বীজের আঘাত
গীতিমন্ত্রিত সন্ধ্যা প্রভাত,
অমৃত ভূমায় ডুবাক আমায় প্রেমরস নিঃস্যন্দিত।

প্রিয়ার লিপি

(কানাড়া)

আজি বসন্তপ্রাতে এ অভাগা প্রিয়ার লিপিটি পাইল না,
শ্রীকরকমলমধুর আশায় এ মনোভৃঙ্গ ধাইল না।
আসিল রসিদ চাঁদার পত্র, দেনার তাগিদ দুতিন ছত্র,
ঊর্দ্ধতনের ভ্রূকুটি আইল প্রিয়ার হাসিটি আইল না।

চেঁচাইল চিল হাঁকিল পেচক ডাকিল বায়স কাঁদিল চাতক
আজি বসন্তে গৃহোপকণ্ঠে কোকিল কণ্ঠ গাইল না।
ফুটিল পলাশ ফুটিল সিমুল, ফুটিল ধুতুরা রাঙা জবাফুল,
মাধবী উষায় পত্রের ফাঁকে কনক চাঁপাটি চাইল না।

সিন্ধুকূলে

হে বিরাট, হে অজর, হে অক্ষর, ব্রহ্মানন্দরূপ,
আজি আমি তব পাদমূলে,
কাঁপে অঙ্গ থরথর প্রভঞ্জনে বেণুকুঞ্জসম
দাঁড়াইয়া অনন্তের কূলে।
বিশ্বম্ভর, একি ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি, সম্বর' সম্বর'
একি তব বিশ্বরূপ নব?
অব্যক্ত ভৈরব রঙ্গে একি হেরি তাণ্ডব-চণ্ডিমা
নীলকণ্ঠ, হে নটেন্দ্র, তব।
না—না একি মহামায়া,—অঘটনঘটননিপুণা?
একি ইন্দ্রজাল সম্মোহন?
সুপ্ত কি প্রবুদ্ধ আমি? স্থূল-দেহ তেয়াগি অথবা
সূক্ষ্মদেহে করিছি ভ্রমণ?
সম্বিৎ স্তম্ভিত মম হে অম্বুধি, দাও দিব্য দৃক্,
ধুয়ে দাও আঁখির অঞ্জন,
এস শান্ত সান্তরূপে, পরিগ্রহ করিয়া বিগ্রহ
অর্ঘ্যাঞ্জলি করহ গ্রহণ।

হে অব্যক্ত তুমি বুঝি মৌনী হয়ে, দিগন্তের পারে
তপস্যায় ছিলে সমাহিত।
জ্ঞানাঙ্কুশ হানি' মর্ম্মে ইন্দ্রিয়ের, নির্ম্মম নিগ্রহে
যোগে চিত্ত করিয়া নিভৃত।

কবে কোন পূর্ণিমায় তপোভঙ্গ অকস্মাৎ তব
গ্রহকুঞ্জে মৃদঙ্গ নিনাদে,
দিগন্তের গণ্ডী ভাঙি এলে দণ্ডী উদ্দণ্ড উল্লাসে
তপঃ ত্যজি প্রেমের উন্মাদে।
'প্রকাশানন্দের' মত জ্ঞানদম্ভ করি' পরিহার
আরম্ভিলে এ মহাকীর্ত্তন,
বেদান্তের ঘটপট ভেঙেচুরে উদ্ভ্রান্ত আবেগে
উত্তরঙ্গ তোমার নর্ত্তন।
মহাব্যোম পড়ে নমি এ তাণ্ডবে মার্ত্তণ্ডের সহ
রসোল্লাসে আনন্দ হিল্লোলে,
সৌরচন্দ্র, গৌরচন্দ্র—প্রেমানন্দে উৎসবের লাগি
পড়ে গলে' উল্লোল কল্লোলে।

তুমি বুঝি নহ শুধু প্রেমমত্ত ক্ষিপ্ত আত্মহারা,
তুমি পরাজ্ঞানের পাথার,
চতুর্ম্মুখ-কমণ্ডলু উদ্বেলিয়া তোমাতে ওঙ্কারে
চতুর্ব্বেদ দিতেছে সাঁতার;
সৃষ্টির কম্বুর নাদে জেগেছিল তব অম্বু ভেদি'
বিরাটের রজোরাগ সহ
প্রলয়বিষাণারাবে গরজিবে পুন গর্জ্জ ভরি
ঔর্ব্ব-বহ্নি জ্বালি ভয়াবহ।
স্তরে স্তরে তরঙ্গিয়া ব্রহ্মজ্ঞান বহি চিরদিন
আঘাতিছ ঋষি-চিত্ত-কূলে

পাশরিয়া ভেদ-বুদ্ধি লভে নর ভূমার আস্বাদ
জীবন্মুক্ত হয় পাদমূলে।
ধাঁধা-ধন্দ দ্বিধাদ্বন্দ্ব, বাধাবন্ধ, সব যায় দূরে
সর্ব্ববিধ সঙ্কোচ ক্ষুদ্রতা,
ছিঁড়িয়া হৃদয়গ্রন্থি ঝম্প দিতে চাহে আত্মা, শুনি
সৎ-চিৎ-আনন্দ বারতা।

কর্ম্মের দুন্দুভিধ্বনি হুঙ্কারিয়া উঠে তব প্রাণে
দীক্ষা-মন্ত্র দেয় সাধনায়।
কোটি ভক্ত মুক্তাত্মার কর্ম্মপুঞ্জ ব্রহ্মে সমর্পিত
রাশীভূত একত্র তোমায়।
কোন্ কল্পরাত্রিশেষে ব্রহ্মাণ্ডের সিংহদ্বার 'পরে
বাল-সূর্য্যতেজস্তূর্য্য নাদে
দিগ্‌ দিগন্তে বিস্তারিলে হে স্রষ্টার বরিষ্ঠ সন্তান
ভরি বিশ্ব সৃষ্টির সংবাদে।
সেই হতে অনাবৃত অতন্দ্রিত শ্রান্তিক্লান্তিহীন
রুদ্রদত্ত মহাতেজোবলে,
চাঞ্চল্যে তাড়িতে তাপে ভূযন্ত্রেরে রেখেছ বাঁচায়ে
অনন্তের কর্ম্মক্ষেত্র তলে।
অর্ব্বুদ তুরঙ্গ রথ মেরুক্রান্তিবিশ্রান্ত প্রাঙ্গণে
অবিশ্রান্ত ছুটিতেছি হেরি,
আন্দোলিয়া তারাস্তোম, আলোড়িয়া বিশ্বকোলাহল
বাজে ব্যোমে তব রণভেরী।

কত যুগযুগান্তর মন্বন্তর উদিল মিশিল
তুমি কিন্তু জন্মান্তরহীন,
কত বিশ্বগ্রহতারা কত সৃষ্টি তোমাতে ডুবিল
তুমি আছ শাশ্বত নবীন।
এ পৃথ্বী বুদ্বুদসম হৃত্তরঙ্গে হয়েছে কল্পিত
কল্পশেষে হবে মজ্জমান,
যুগান্তের যোগনিদ্রা ভঙ্গ হলে মৃৎ-পঞ্জরে পুন
নব বিশ্ব করিবে নির্ম্মাণ।
ফেনধ্বজ মহারথ, মহাকাল সারথি তোমার,
রুদ্র তব অয়শ্চক্রবাল,
চরাচর পঙ্কসম কেন্দ্রাতিগ কেন্দ্রানুগ বেগে
আকৃষ্ট বিকৃষ্ট চিরকাল!
তরঙ্গতুরঙ্গযূথ ফেনবিম্ব উৎসারিয়া ছুটে
উদঞ্চিত কেশর-প্রকর,
যুগে-যুগে জয়ধ্বনি পাঞ্চজন্যে ধ্মাত উদীরিত
ভেদি তব নেমির ঘর্ঘর।

আজি আমি নহি তুচ্ছ হে অখণ্ড তব সন্নিধানে
বিমণ্ডিত তব গরিমায়।
বাসনার অরুণিমা হৃদয়ের সকল কালিমা
মগ্ন আজি তব নীলিমায়।
অগাধ অব্যয় ধূ-ধূ-সীমাহীন অমেয় অনাদি
নাহি কূল নাহিক কিনারা,

কুণ্ঠা দ্বিধা সংকীর্ণতা সর্ব্ববিধ নীচতা তুচ্ছতা
এ বিরাটে হয়ে গেছে হারা।
শত শত কল্লোলিনী বহি আনি অর্ঘ্য বসুধায়
করিতেছে আত্ম সমর্পণ,
তোমার বিক্রমবনে ইন্দিরার জন্মক্ষেত্র তলে
তীর্থযাত্রী চন্দ্রমা তপন।
হেথা কলা দণ্ড পল নক্তন্দিব মাস ষড়ঋতু
সবি তব মহিমায় মাখা।
রজোমুক্ত আত্মা মোর পঞ্জর-পিঞ্জর তেয়াগিয়া
অনন্তে ছুটিতে মেলে পাখা।

আজি এ প্রশান্ত আত্মা অনন্তের শ্যামগোষ্ঠ হতে
কেমনে ফিরিবে ধরাধামে ?
নৃশংস হিংসায় ভরা সংসারের কংসাগারে পুন
ফিরে যেতে চোখে বর্ষা নামে।
পরম আগ্রহে ব্যগ্র, সিন্ধু তব দরশন তরে
আসিয়াছি আজন্ম পিয়াসী
অনন্ত-তৃষায় নেত্র চাহে আজি পিয়ে নিতে তব
ইন্দ্রনীলনিভ অম্বুরাশি।
কত নিশি তোমা সিন্ধু কল্পনায় ভেঙেছি গড়েছি
আজি তব প্রত্যক্ষ প্রকাশ,
কেমনে ফিরিব বন্ধু দুই বিন্দু অশ্রু-অর্ঘ্য ঢালি
ত্যজি শুধু দুটী দীর্ঘশ্বাস ?

ক্ষণেকের দেখাশুনা তাহাতেই এত ভালবাসা
হলে তুমি নিতান্ত আত্মীয়,
ভূমার আভাস লভি ফিরিবার কথা নয় আর।
কেমনে ফিরিব বল প্রিয় ?

মৃত্যুর কাল

(Mrs. Hemans)

শরতের শেষে পাতা পড়ে খসে রহেনাক কেউ তরুর গায়,
শুকাইয়া ঝরে ফুল ধরা 'পরে তুহিনশীতল মেরুর বায়।
আছে তারকার চক্রবালের তলে ডুবিবার কালের ঠিক,
হে মরণদেব তব অধিকারে সকল সময় সকল দিক !

জীবনের কাজ সাধনার লাগি আছে নিরূপিত দিনের বেলা,
নর-নিলয়ের উৎসব লাগি সন্ধ্যায় মধু-মিলন মেলা।
সুপ্তি ও শ্রম উপশম লাগি মার স্নেহসম রাত্রি আসে,
হে মরণ, তব নাহি কালাকাল, সমান সকলি তোমার পাশে।

জানি কবে আসে অমার আঁধার জানি কবে হাসে পৌর্ণমাসী,
জানি নিদাঘের পাখীগুলি কবে অর্ণব পারে যাইবে ভাসি।
জানি শ্যামতরু কবে পীতবাস পরিয়া জাগিবে গহনে গোঠে।
কে শিখাবে মোরে হে মরণদেব কবে চুমো দিবে আমার ঠোঁটে !

সেকি মধুমাসে, চম্পকী হাসে যবে মলয়ার কম্প্র চুমে ?
মল্লিকা যবে আঁখি মেলে চাবে বল্লীদোলায় রবে না ঘুমে ?
সেকি ধুতুরার ফুটিবার দিনে ম্লান যবে লাল গুলের গাল ?
কে বলিবে তাহা ? সকল কালের মালিক তুমি যে, হে মহাকাল।

সেকি গো যথায় ফেনিল সিন্ধু-উর্ম্মি গরজি কাঁপায় প্রাণ ?
সেকি গো যথায় মরুবিহগেরা মৃগতৃষ্ণারে শুনায় গান ?
সেকি গো সোনার সংসারে যথা ফুলে ফুলে ভরা বাসক সাজ ?
কে বলিবে তাহা ? দীন দুনিয়ার মালিক তুমি যে রাজাধিরাজ।

তুমি আছ যথা সখা সখী মিলি রচে বটছায়ে মোহন মেলা,
আছ যথা পুর-সৌধ-শিখরে বরবধূ খেলে মধুর খেলা।
তুমি আছ হ্রেষা বৃংহণে যথা শাণিত আয়ুধে শোণিত ছুটে
রথ-কেতু যথা শতধা ছিন্ন, রথীর কিরীট ধূলায় লুটে।

তরুশাখা হতে পলিত পত্র ঝরে পড়ে যায় শরৎ সাঁঝে,
শিশির ঋতুর বিষ-নিশ্বাস কালব্যাধি আনে ফুলের মাঝে।
গ্রহ তারকারা ডুবে যায় নভে আছে নিরূপিত সময় তার—
দিগ্ দিগন্ত যুগ যুগান্ত তোমার শাসনে, হে সংহার!

বৈদেশিকী

শপথভঙ্গ

(জাপানী)

হৃদয় ভেঙেছ মম তার লাগি প্রিয়তম অশ্রু নাহি ঝরে,
শপথভঙ্গের দোষে পড়িয়াছ দেবরোষে তাই মরি ডরে।
তারি লাগি হই সারা, হইয়াছি জ্ঞান-হারা উন্মাদিনী সমা।
মোর ভাগ্যে যাই হোক, বিধাতা সদয় রোক্ লভ তার ক্ষমা।

প্রবাসী

প্রার্থনা

(পারসী)

তোমা হতে দূরে যেতে নাহি সাধ কোন মতে হে প্রিয় সুন্দর,
বেহেস্তে হুরীর দলে রজনীযাপনা সুখে চাহিনাক বর।
যথা রাখ, কৃপা করি তব শ্রীচরণতলে রাখ চির দিন
বিনিময়ে চাহিনাক ধনভাগ্য 'কারুণে'র তব সঙ্গহীন।

সাধ

(গ্রীক)

হে কবিদয়িত, গভীর নিশীথ ভুবন ভরিয়া ঘনায় যবে
মোরে পরিহরি চেয়ে রও তুমি তারকাখচিত সুনীল নভে।
সাধ যায় মোর ঘটাকাশ ভাঙি মহাকাশ মাঝে বিলীন হই,
ত্যজি নারীরূপ বিমান জুড়িয়া কোটি তারকায় ফুটিয়া রই।

বসন্তে

(চীনা)

নিখিল ভরিল ঋতুরাজের রূপে,
কমল কুমুদ মালা যেন হুরী পরী বালা
ফুটিল তড়াগ দীঘি বাপী ও কূপে।
ঘনাইল পীচবন পাতার ছায়ে,
কুঞ্জ শ্বসিয়া উঠে মলয় বায়ে,
গাহিছে অযুত পাখী কনক বরণ মাখি
উইলো ফুটিল নদীপুলিনে চুপে।
চির পুরাতন তবু নিতুই নব
কথার হৃদয়ে পুন সমুদ্ভব,
সুন্দর পানে হিয়া ছুটে আজি উছসিয়া
পূজা তার দিশি দিশি কুসুমধূপে।

পরিচারিকা

কবি ও শিল্পী

(ওলন্দাজী)

রাজার বাড়ীতে দানের সত্র, কেহ লয়ে যায় মণির মালা
কেহ লয় চেয়ে বসন ভূষণ কেহ লয়ে যায় মোহর থালা
কেহ লয় চেয়ে বাড়ী কি বাগান, কেহ লয় চেয়ে হাতী কি ঘোড়া,
শিল্পী লইল ফুলদানী ছুটা কবি নিল শুধু ফুলের তোড়া।

নিভৃতের পাখী

(ইংরাজী)

লোকালয়ে এসে যেই পাখী গায়, গায় যেই পাখী লোকের তরে,
লোককীর্ত্তির দেউলপথে সে গলা চিরে শেষে একদা মরে।
মাংসলুব্ধ গৃধ্রের শ্রেণী তার লাগি উড়ে বেড়ায় নভে
নগরের পথে তার দেহ লয়ে তীক্ষ্ণ নখরে ছিড়িতে রবে!
তার চেয়ে শ্রেয় তাহার জীবন, গায় যেবা গিরিগহনে বনে
বনফুল অলি লতা মঞ্জরী তাহার মর্ম্ম কাহিনী শোনে।
নরসমাজের গর্ব্বিত দয়া কুণ্ঠিত যশ তারে না দহে
নীরবে নিভৃতে একদা নিশীথে কুঞ্জের কোলে মরিয়া রহে।

অনধিকারী

(ফরাসী)

মণিকার বিপণি হইতে পারাবত হরি' মুক্তা ফল,
ভোজন করিতে গিয়ে দেখে শস্য নয়, কঠিন উপল।
নৈরাশ্যে কহিল, ফেলে দূরে "নরবুদ্ধি নাহি বুঝি আমি
কেন এর যত্ন ? এর চেয়ে শস্যকণা ঢের বেশী দামী।"
পিতার দপ্তর খুঁজে পেতে, লয়ে জীর্ণ পাণ্ডুলিপি চয়
সাহিত্য সংসদ্ দ্বারে গিয়ে অরসিক সুরাপায়ী কয়,—
"অকেজো এ খাতা খানা লও, এর মর্ম্ম আমি নাহি জানি
বিনিময়ে কিছু দাও, আজ মদের দামের টানাটানি।"

বন্দী

(জার্ম্মান)

অস্থিচর্ম্ম পঞ্জরের কারাগারে অবরুদ্ধ আছ নিশিদিন,
কোটি কোটি স্নায়ুজালে শতপাকে স্বাধীনতা হীন,
ধমনীপরিখা ভরি বহিতেছে রক্তনদী তার চারি ধারে
প্রপঞ্চে সংকীর্ণ তুমি গোচরের প্রহরীরা ইন্দ্রিয় দুয়ারে।
এই সর্ব্ববন্ধ মাঝে বন্ধাতীত মম আত্মা বন্দী কোন পাপে?
পীড়ন সহিছ তুমি দেবক্রোধসমুদ্ভূত কোন অভিশাপে?
পাষাণ দুর্ভেদ্য জানি শৃঙ্খল দুশ্ছেদ্য মানি, পরিখা দুস্তর,
তুমিও দুর্জ্জয় রুদ্র বজ্রময়, তবু কেন কারার ভিতর?

কবি

(রুশ)

সুচতুর ভাবে মিথ্যা যে কয় কারবার যার মিথ্যা নিয়ে,
মিথ্যারে যেবা করে উপাদেয় মধু ও চিনির প্রলেপ দিয়ে
আজগুবী যত অলীক সাজায়ে আঁকে যেই জন মোহন ছবি
সবচেয়ে সে-ই সত্য যে বলে লোকে কয় তারে অমর কবি।

বঞ্চনা ও করুণা

(লাটিন)

ওরে ও অধীর বলো না বধির করুণাসাগর বিশ্বনাথে
বহু কামনার অপূর্ণতা বা মনোবাসনার ব্যর্থতাতে,

বঞ্চনামাঝে কঠোর কৃপার ছল-ব্যঞ্জনা রাখেন প্রভু,
না দিয়ে দেন যে সব হতে বেশী বঞ্চিত করে' বাঁচান কভু।

বিচার ও দুঃখ

(হিব্রু)

একদা নিশীথে দৈন্যে দুঃখে হয়ে আছি যবে মুহ্যমান
সহসা আমার কর্ণে পশিল কাহার কঠোর কণ্ঠতান।
"দুঃখে দৈন্যে বড় বলে' মেনে অবিচারী তুমি কহিছ মোরে,"
সহসা আমার সংজ্ঞা জাগিল, সান্ত্বনা এলো ব্যথার ক্রোড়ে।

প্রত্যাখ্যান

(স্পেনিশ)

দাওনিক আলো চেয়েছিনু যবে, তোমাতেই থাক তোমার আলো,
আঁধার আমার বেশ সয়ে গেছে আঁধারেই থাকি এ মোর ভালো।
পিপাসায় যবে ফাট্‌ছিল ছাতি দাওনিক একবিন্দু বারি,
নিজের শোণিতে মিটায়েছি তৃষা, মিছে আনিয়াছ সোনার ঝারি।
বড় আশা করে' চেয়েছিনু প্রেম, দাও নি তা ছিল অনেক দামী,
'পুষী' টারে কেহ ভাল বাসেনাক, দিয়ে যাও তারে, চাইনা আমি।

অপাত্রে দান

(স্কচ)

কুল দেখে কি বিত্ত দেখে বুড়ার সাথে মেয়ের বিয়া,
দেয় যাহারা তাদের মত নাইক কারো পাষাণ হিয়া।

শ্যেনের মতন জামাই তাড়েন কন্যা পালায় আগে আগে,
ভয়চকিতা পায়রা যেমন, ব্যাধের পায়ে শরণ মাগে।

শেষ

দিনটী হইল শেষ। রবি গেল পাটে
পাঠশালে পাঠ শেষ ছুটী সবাকার
মাঠে শেষ সেঁচা কোঁড়া, বেচাকেনা হাটে
তটে শেষ তটিনীর খেয়া পারাপার।
ঘাটে শেষ ঘট ভরা কাঁকণের তান,
গোঠে শেষ গোধনের দিনান্ত ভোজন,
বট বিম্বে শেষ বনবিহগের গান
বাটে শেষ হাটুরের ব্যস্ত বিচরণ।
ফোটা শেষ মালতীর বনে উপবনে
মঠে শেষ আরতির নিক্কন মধুর
ঝাঁটে পাটে গৃহকাজ কুটীর প্রাঙ্গণে
হাঁটা শেষ করি পান্থ করে ক্লান্তি দূর।
এই সর্ব্ব শেষ মাঝে উদাস সন্ধ্যায়
জীবনের-শেষ, সেও উঁকি দিয়ে যায়।

সমাপ্ত

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"তোমার কবিতা বাংলা দেশের মাটির মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলা দেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় তোমার মনটি কানায় কানায় ভরা—সেই ভালবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্য-কানন সরস হইয়া কোথাও বা মেদুর কোথাও বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।

ঋতুমঙ্গল

মুল্য ॥৵০—বাঁধা ১৲

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ, পরীক্ষায় মহিলাদের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট

প্রবাসীর মন্তব্য—

ষড়ঋতুর বিচিত্র বিলাসলীলা, রূপবৈচিত্র্য ও সম্পদ সম্ভারের বিশেষ অবলম্বন করিয়া বহু খণ্ড-কবিতার সমষ্টি এই ঋতুমঙ্গল। কবি বিচি ছন্দের কবিতায় প্রকৃতির ষড়ঋতুর বিশেষত্বের সহিত বঙ্গবাসীর হৃদয়ে যোগ সাধন করিয়া দিয়াছেন। যাঁরা প্রকৃতির বিচিত্রতার মধ্যে মান মনের ভাব ঐশ্বর্য্যের ওতপ্রোত আদান প্রদান অনুভব করিতে চান তাঁ ঋতুসংহার রচয়িতা মহাকবি কালিদাসের চরণাঙ্কানুসারী এই ক কালিদাসের ঋতুমঙ্গল পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন। প্রবা চৈত্র ১৩২৫।

পরিচারিকা—ঋতুমঙ্গল কাব্যখানি আগাগোড়া সুমিষ্টছন্দে গ্রথিত। জয়দেবের গীতগোবিন্দের ন্যায় কোমলমধুর শব্দে ও ছন্দোবিন্যাসে ঝঙ্কৃত। সংস্কৃত ইন্দ্রবজ্রাছন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলাভাষায় প্রবর্ত্তিত বহুছন্দে কবি এই কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। এই কাব্যখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

বল্লরী

মূল্য ॥০ বাঁধা ৸০

কবির 'কুন্দ' ও 'কিসলয়' একত্রে ২য় সংস্করণে বল্লরী। প্রবাসীর মন্তব্য—"খুব দক্ষ কারুকর ভিন্ন এই শ্রেণীর Epigrammatic poem এ সাফল্য লাভ করিতে পারে না। নবীন কবি এই কঠিন পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ। অধিকাংশ কবিতাই কবিত্বসংযোগে রসমধুর।"

ভারতীর মন্তব্য—কবিতাগুলির অধিকাংশই ভাবে স্নিগ্ধ, ভাষায় সুন্দর ঝঙ্কারে রমণীয়, ছন্দের অপূর্ব্ব লীলায় মনোহর। শব্দচয়নেও লেখকের দক্ষতা অপূর্ব্ব। এই তরুণ কবির কলঝঙ্কারে এমন একটা আন্তরিকতা আছে যে প্রাণের তার সে ঝঙ্কারে সঘন স্পন্দিত হইয়া উঠে।

ব্রজবেণু—মূল্য ॥৵০ আনা, বাঁধা ১৲

কবিবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী বলেন—

"তোমার ব্রজবেণু মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।" আধুনিক কবিকুলে তুমিই একমাত্র ব্রজকবি, তোমার বিশেষত্ব,—তুমি ব্রজের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছ। ধর্ম্মকে এমন কর্ম্মজগতের উপযোগী, সরস সরল স্বাভাবিক করা প্রথম শ্রেণীর কবির কাজ—তুমি তাই। এতে শুধু আমাকে আকুল করে নাই—অবাক করিয়াছে।" "ভারতবর্ষ।"

অর্চ্চনার অভিমত—(মুঙ্গের কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকালীপদ মিত্র)

"ব্রজবেণু আমার ভিতরে যে সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি জাগরিত করিয়াছে তাহাতে কোথাও কোথাও বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি—পঙ্‌ক্তিগুলি পড়িতে পড়িতে একটা বাষ্প জমিয়া উঠিয়াছে—গলা ভারি হইয়াছে—নেত্রপল্লব বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণায় ভরিয়া উঠিয়াছে।"

পর্ণপুট (প্রথম খণ্ড)

তৃতীয় সংস্করণ—মূল্য, উৎকৃষ্ট বাঁধাই, ১৷০

ভারতবর্ষ—কবিতাগুলিতে সার আছে—সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলে সমাবেশে হৃদয়গ্রাহী। ছন্দের ঝঙ্কারও বড় মিঠে। পাঠকবর্গকে অনুরোধ তাঁহারা কবিতাগুলি মনে মনে না পড়িয়া যেন আবৃত্তি করেন, তাহ হইলেই ছন্দোমাধুর্য্যে ভাষাচাতুর্য্যে চমৎকৃত হইবেন। যাঁহারা তরু তাঁহারা প্রেমগীতিগুলি পড়িতে পারেন। সে গুলিতে মাধুর্য্য আছে কিন্তু তীব্রতা বা উদ্দামতা নাই।

*　　*　　*　　*

পরিশেষে বক্তব্য, পুস্তকের ছাপা কাগজ মলাট সবই পরিপাটী মুদ্রাকরপ্রমাদ বড় একটা দেখিলাম না। তবে পুস্তকখানির নাম পরিচয়ে যেন একটু খট্‌কা বাধিল—পর্ণপুট—না—স্বর্ণপুট ?

অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বিদ্যারত্ন এম, এ,।

দেশমান্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমারদত্ত—কবিতাগুলি পড়িয়া সত সত্যই মুগ্ধ হইয়াছি। একবার মনে হইয়াছিল, এমন পুস্তকের না পর্ণপুট না রাখিয়া স্বর্ণপুট রাখা হইল না কেন ? আবার মনে হইল- জগতের চিত্তহারিণী মাধুরী স্বর্ণে ?—না—পর্ণে ? বিশেষ পল্লীকবিতাগু পড়িয়া পর্ণপুট নামই যথার্থ মনে হয়, আর বলিতে ইচ্ছা হয়,

হে সুকাব জুড়াইল জ্বালা।"

*　　*　　*

বঙ্গবাসী—এরূপ স্বজাতি স্বধর্ম্ম স্বদেশপ্রীতির ভাব লইয়া আর কোন কবি মাতৃভূমির স্বরূপ-বিকাশে অবতীর্ণ হইতে পারেন নাই। ভাষায়, ভাবে, অলঙ্কারে, ঝঙ্কারে, অঙ্কনে, চিত্রনে কবি শক্তিমান। আলোচ্য কবির নিকট অনেক আশা আছে।

মানসী সম্পাদক মহারাজ জগদিন্দ্র নাথ বলেন—পর্ণপুট এক-নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়াছি, উহা পাঠে যে আনন্দ পাইয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আপনার কবিতা সম্বন্ধে বলিতে গেলে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আপনার কবিতা ছাড়া যদি মানসী বাহির হয়, তবে, অঙ্গহীন হইয়া বাহির হইবে। একথা আমার স্তুতিবাক্য নহে, সত্য কথা।

দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ—পর্ণপুটের কতকগুলি কবিতা আমার খুব ভাল লেগেছে। ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভি-ভাষণে পর্ণপুটের কথা বলিয়াছি ও এক অংশ উঠাইয়া দিয়াছি। আপনি যে প্রকৃত কবি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রবাসী। কালিদাসবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি, তাঁর এই কাব্যগ্রন্থও প্রথিতযশ। অনেক সুন্দর কবিতা এই পুস্তকে আছে। কাব্যামোদী যাঁরা এখনো এই পর্ণপুটের অমৃত আস্বাদ করেন নাই; তাঁরা এইবার তাহা করিবেন আশা করি। ১৩২৮ ফাল্গুন।

শ্রীসবিতা রায়, কড়ুই পোঃ বর্দ্ধমান।

ও

কলিকাতায় প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।